রাঁচি, শুক্রবার
29:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>341 >>11 Ashwin 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৪১ >> << ১১ই, আশ্বিণ ১৪৩০>>

ভারতে সনাতন ধর্ম বিতর্ক ঃ তামিলনাড়ু সরকারকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়া দিল্লি ঃ তামিলনাড়ুর ডিএমকে নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের সনাতন ধর্ম মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে করা মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে তামিলনাড়ু সরকারকে নোটিস পাঠাল দেশের শীর্ষ আদালত।

গত ২ সেপ্টেম্বর 'সনাতন ধর্ম নির্মূল সম্মেলন' হয়েছে এই দাবি করে মাদ্রাজ হাইকোর্টের আইনজীবী একটি এফআইআর দায়ের করে বিষয়টি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানান। বিচারপতি অনুরাধা বোস ও বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ আবেদনকারীর কাছে জানতে চান যে তিনি হাইকোর্টে আবেদন না করে কেন সুপ্রিম কোর্টে এলেন। জবাবে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয় এই মন্তব্য কোনও ব্যক্তি বিশেষের নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে করা কটুকাটব্য নয়, এক মন্ত্রী ও রাজ্য সরকারি প্রশাসনের একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার।

আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টকে থানায় পরিণত করার চেষ্টা করছেন মন্তব্য করলেও যেহেতু এই আইনজীবী উদয়নিধির মন্তব্যটি ঘৃণা ভাষণের ধারায় যুক্ত করেছেন, সেই মামলার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ তামিলনাড়ু সরকারকে নোটিশ জারি করে।

আবেদনকারী তার আবেদনে তামিলনাড়ু সরকারের মন্ত্রী উদয়নিধি, ডিএমকে নেতা পিটার অ্যালফোন্সে, এ রাজা, থল তিরুমাভালাভন এবং তার সমর্থকদের কোনও মন্তব্য করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করার আবেদন জানিয়েছেন যাতে তারা সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কোনও বিরুপ মন্তব্য করতে না পারেন।

কীভাবে পুলিশ এই সম্মেলনের অনুমতি দিল এবং কেন উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের তরফে রাজ্য পুলিসের ডিজির কাছে কৈফিয়ত তলবের আবেদনও জানিয়েছেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের আইনজীবী।

মন্ত্রী উদয়নিধির মন্তব্য ও সনাতন ধর্ম নির্মূল সম্মেলন প্রকৃত অর্থে সরকারের আনুকূল্যে এবং সহায়তায় একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার, যে প্রচারের ফলে পড়ুয়াদের মনে অল্প বয়েসেই অসুস্থ ধারণার জন্ম নেবে বলে আবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

ক্রাইমিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনকে সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন, অভিযোগ রাশিয়ার

মাস্কো ঃ গত সপ্তাহে রাশিয়া অধিকৃত ক্রাইমিয়ার কৃষ্ণ সাগরে রুশ নৌবহরের সদর দপ্তরে হামলা চালাতে ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে দায়ী করেছে রাশিয়া। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা এক ব্রিফিংয়ে বলেন, পশ্চিমা গোয়েন্দা সরঞ্জাম, নেটো স্যাটেলাইট সম্পদ এবং গোয়েন্দা বিমান ব্যবহার করে আগে থেকেই এই হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাখারোভা আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সমন্বয়ে সহায়তা করেছে। যদিও আগেও যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা অংশীদাররা ইউক্রেনকে সামরিক সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ সরবরাহ করেছে, তবু কর্মকর্তারা রাশিয়ান আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষায় সরাসরি ভূমিকা রাখার বিষয়টি অস্বীকার করে আসছেন। গত মে মাসে, ক্রেমলিনে ড্রোন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠলে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কারবি এই দাবিকে হাস্যকর বলে আখ্যায়িত করেন। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক পরিচালিত একটি টেলিভিশন চ্যানেল বুধবার একটি ভিডিও সম্প্রচার করেছে। সেখানে রাশিয়ার কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের নেতা অ্যাডমিরাল ভিক্টর সোকোলোভ নৌবহর সফলভাবে কাজ করছে বলতে দেখা যায়।

ক্রাইমিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সোকোলোভ নিহত হয়েছেন, ইউক্রেনের এই দাবির পর টানা দ্বিতীয় দিনের মতো রাশিয়ার টেলিভিশনে সোকোলভের ভিডিও প্রকাশ করা হয়।

সিনেটর মেনেনডেজ দুর্নীতির অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন

নিউজার্সি ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের বব মেনেনডেজ বুধবার নিউ জার্সির তিনজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ নেয়ার অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। তার সহকর্মী ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে তার পদত্যাগের আহ্বান বৃদ্ধি পেয়েছে।

ম্যানহাটনের ফেডারেল প্রসিকিউটররা গত সপ্তাহে মেনেনডেজ (৬৯) এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার প্রভাব ব্যবহার করে মিশরের সরকারকে সহায়তা করার জন্য এবং ব্যবসায়ীদের আইন প্রয়োগকারী তদন্তে হস্তক্ষেপ করার জন্য স্বর্ণের বার এবং কয়েক হাজার ডলার নগদ অর্থ গ্রহণের অভিযোগ করেছেন।

নিউ জার্সির প্রতিনিধিত্বকারী দুজন সিনেটরের একজন হচ্ছেন মেনেনডেজ। তার দলের নিয়মানুযায়ী সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে তিনি পদত্যাগ করেছেন। তবে সোমবার তিনি বলেছেন যে, তিনি সিনেটে থাকবেন এবং এই অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। নিউ জার্সির জুনিয়র সিনেটর কোরি বুকারসহ যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক সিনেটরদের অর্ধেকের বেশি পররাষ্ট্র নীতির একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর মেনেনডেজকে শুক্রবার অভিযোগ উন্মোচনের পর থেকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মেনেনডেজ কখনো কখনো তার নিজের দলের উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। ডেমোক্র্যাটরা সিনেটে সীমিতভাবে ৫১টি আসন নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র আসন রয়েছে, যারা সাধারণত তাদের সাথে অবস্থান করে। রিপাবলিকানদের আসন ৪৯টি।

এটি মেনেনডেজের বিরুদ্ধে তৃতীয়বারের মতো ফেডারেল প্রসিকিউটরদের তদন্ত। তাকে কোনোবারই দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।

বক্তৃতা

বিজেপি ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে

ভারতে আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য বেশি দেয়া হচ্ছে ঃরিপোর্ট

নয়াদিল্লি ঃ ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে ভারতে গড়ে প্রতিদিন একাধিক মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্যের ঘটনা ঘটছে এবং নির্বাচন আসন্ন এমন রাজ্যগুলোতে এমন ঘটনা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক হিন্দুত্ব ওয়াচের একটি প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। সংস্থাটি সংখ্যালঘুদের ওপর হওয়া হামলা পর্যবেক্ষণ করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে মুসলিমদের লক্ষ্য করে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতা সমাবেশের ২৫৫টি নথিভুক্ত ঘটনা ঘটেছে। এতে পূর্ববর্তী বছরগুলোর কোনো তুলনামূলক তথ্য ছিল না।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং গুজরাটে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের সমাবেশ দেখা গেছে। মহারাষ্ট্রে এ ধরনের ঘটনার পরিমাণ ২৯ শতাংশ।

এই ঘটনাগুলোর প্রায় ৮০ শতাংশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দ্বারা শাসিত এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল। বিজেপি ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মোদির সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপস্থিতি অস্বীকার করে। মন্তব্যের অনুরোধ করা হলে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাস সাড়া দেয়নি।

অধিকার গোষ্ঠীগুলো মোদির অধীনে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ করেছে। মোদি ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

তারা মুসলিম অভিবাসীদের বাদ দেয়ার জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় দ্বারা মৌলিকভাবে বৈষম্যমূলক হিসেবে অভিহিত ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইনের দিকে ইঙ্গিত করেছে। এটি একটি ধর্মান্তর বিরোধী আইন। আইনটি সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকার এবং ২০১৯ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করে।

কর্ণাটকে যখন বিজেপি ক্ষমতায় ছিল তখন বেআইনি স্থাপনা অপসারণের নামে মুসলিমদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং সেখানে শ্রেনীকক্ষে হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

নিজারে অভ্যুত্থানের পর ফ্রান্সের সাথে সম্পর্কে অবনতি ঘটায় ফরাসি রাষ্ট্রদূতের দেশত্যাগ

প্যারিস ঃ সামরিক সরকার তাকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়ার প্রায় এক মাস পরে, নিজারে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বুধবার ভোরে দেশ ছেড়েছেন। এর কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ কূটনীতিক এবং ফরাসি সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। জুলাইয়ে নিয়ামিতে সেনা কর্মকর্তারা ক্ষমতা দখলের পর থেকে, নিজার এবং এর সাবেক ঔপনিবেশিক শাসক ফ্রান্সের সম্পর্ক ভেঙে পড়েছে। নিজারে ইসলামী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করার জন্য ফ্রান্স সেখানে তার সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছিল। নিজারের স্বার্থের পরিপন্থী ফ্রান্সের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় জান্তা আগস্টের শেষে ফরাসি রাষ্ট্রদূত সিলভাইন ইত্তেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয়। ফ্রান্স প্রথমে এই আদেশ উপেক্ষা করে সামরিক সরকারকে অবৈধ বলে তার অবস্থানে অটল থাকে। জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বাজুমকে পুনর্বহালের আহ্বানও জানায় তারা। কিন্তু ম্যাক্রোঁ রবিবার রাষ্ট্রদূত এবং সৈন্যদের ফিরে যাবার ঘোষণা দেন।

বাজার দর

SENSEX : 65508.32 -610.37
NIFTY : 19523.55 -192.91

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .39 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ডনাল্ড ট্রাম্প রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সময় ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির সঙ্গে প্রতারণা করেছেন ঃ আদালত

নিউ ইয়র্ক ঃ মঙ্গলবার এক বিচারক রায় দেন, ডনাল্ড ট্রাম্প বছরের পর বছর ধরে জালিয়াতি করে রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। যা তাকে খ্যাতির শীর্ষে, এমনকি হোয়াইট হাউস পর্যন্ত নিয়ে গেছে। নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়ের করা একটি দেওয়ানি মামলার রায়ে বিচারক আর্থার এনগোরন বলেছেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তার কোম্পানি তার সম্পদের অধিক মূল্য দেখিয়েছেন। ব্যাংক, বীমাকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যদের সঙ্গে চুক্তি ও অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত কাগজপত্রে তাঁর সম্পদের তথ্য অতিরঞ্জিত করে প্রতারণা করেছেন। এনগোরন শাস্তি হিসাবে ট্রাম্পের কিছু ব্যবসায়িক লাইসেন্স বাতিল করার আদেশ দেন। যাতে তাদের পক্ষে নিউ ইয়র্কে ব্যবসা করা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের কাজ তদারকির জন্য একটি স্বাধীন নজরদারি চালানো হবে। ট্রাম্পের একজন মুখপাত্র তাৎক্ষণিকভাবে এই রায়ের বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি। ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, তিনি কোনো ভুল করেননি। এনগোরনের মতে, ট্রাম্প, তার কোম্পানি এবং প্রধান নির্বাহীরা তার বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে তাদের সম্পর্কে বারবার মিথ্যা বলেছেন। তাদের বিরুদ্ধে অনুকুল ঋনের শর্তাবলী এবং স্বল্প বীমা প্রিমিয়াম্ পাওয়ার সত্যতা খুঁজে পেয়েছেন। যা কিনা সীমা অতিক্রম করে গেছে। আর্থিক বিবরণীতে ডিসক্লেমার তাকে অন্যায় থেকে অব্যাহতি দেয়, ট্রাম্পের এই যুক্তি প্রত্যাখান করেছেন বিচারক। এনগোরনের রায় মূল দাবির পক্ষে সংক্ষিপ্ত রায়। জেমসের মামলার মূল দাবি সমাধান করলেও আরও ছয়টি পর্যায় বাকি রয়ে গেছে। এই দাবি এবং যে কোনও শাস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এনগোরনের ২ অক্টোবর থেকে একটি নোজুরি ট্রায়াল করার কথা রয়েছে। জেমস ২৫ কোটি ডলার জরিমানা এবং ট্রাম্পের নিজের রাজ্য নিউইয়র্কে ব্যবসা করার উপর নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন। এনগোরন বলেছেন, বিচারটি ডিসেম্বর পর্যন্ত যেতে পারে। ট্রাম্পের আইনজীবীদের মামলাটি খারিজ করে দেওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন বিচারক। ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের ক্ষতি হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ নেই দাবি করে তারা জেমসের মামলা দায়ের করার অনুমতি বৈধ না বলে যুক্তি দেখান।

চাবাগানের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে এবার উদ্যোগী হলো ক্ষুদ্র চা চাষিরা

জলপাইগুড়ি ঃ চাবাগানের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে এবার উদ্যোগী হলো ক্ষুদ্র চা চাষিরা। চা বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি পর্যটকদের রাত্রি যাপনের জন্য কটেজ তৈরি সহ অনেক রকমের সুব্যবস্থা করেছেন জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কয়েকটি চাবাগানের মালিকপক্ষ।বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য পাহাড় ও অরণ্যের পাশাপাশি চা বাগানের সাথে পরিচিতি ঘটানোর নানা প্রক্রিয়া রয়েছে উদ্যোগী ছোট চা বাগানগুলোতে।কয়েকটি ছোট কটেজ তৈরি করে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। বাগানের মধ্যেই পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। এছাড়া কিভাবে কাঁচা চা পাতা তোলা থেকে শুরু করে চা তৈরি করা হয় তা হাতে কলমে দেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের গাছ কাছ থেকে দেখা ও জানার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।এককথায় চা বাগানের প্রকৃতির মাঝে দুটো দিন কাটাতে পারবেন পর্যটকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বছর কয়েক আগে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে হোম স্টে তৈরির প্রস্তাব রেখেছিলেন। তাই হোম স্টের পাশাপাশি ফার্ম স্টে গড়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনাকে এভাবেই বাস্তবায়িত করছেন জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিরা। ছোট চা বাগানের মধ্যে এভাবেই ভ্রমণদুয়ার খোলার দিকে নজর রয়েছে চা চাষিদের। হোম স্টের মাধ্যমে খাবারের সুব্যবস্থাও রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, সমস্ত প্রক্রিয়াকে প্লাস্টিক মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। এই হোম স্টে গুলিতে থাকলে কীভাবে চা তৈরি করা হয়, সেই বিষয়ে জানতে পারবে পর্যটকরা। এর ফলে একদিকে যেমন স্বল্প খরচের মধ্যে এই মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা, তেমনই এই ফার্ম স্টের মাধ্যমে চা চাষিদের অর্থ উপার্জনেরও একটি নতুন দিক খুলে যাচ্ছে।এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ী অলক চক্রবর্তী। তিনি বলেন,ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা উত্তরবঙ্গে তথা জলপাইগুড়িতে যখন আসেন তখন চা বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে সেলফি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চা বাগান পর্যটকদের কাছে একটি আবেগের জায়গা। সবুজে ঘেরা জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই চা বাগান অরণ্য আর পাহাড় বারবারই যেন পর্যটকদের আকর্ষিত করে।

টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগান বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে রাজ্য সরকার, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করবে AITUC

শিলিগুড়ি টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগান বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে রাজ্য সরকার, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করবে AITUC। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানান সংগঠনের সদস্যরা। তারা জানান, চা বাগানের কিছু জমি টি ট্যুরিজম ব্যবহার হবে এই নাম করে জমি বেসরকারি সংগঠনদের হাতে তুলে দিতে চায় রাজ্য সরকার। ফলে এর বিরোধিতায় সরব হল এই সংগঠন। আগামী দিনে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পেন সফর কার্যতো লোক দেখানো বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পেন সফর কার্যতো লোক দেখানো বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। পশ্চিমবঙ্গে এর আগে পাঁচটি গ্লোবাল সামিট হয়েছে কিন্তু তাতে এক টাকাও বিনিযগে হয়নি। উল্টে রাজ্য থেকে বহু শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছে। পাশাপাশি এদিন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাহুল সিনহা। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মাঝেমধ্যেই আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে, একাধিক জায়গায় উদ্ধার হচ্ছে বোমা। আর মুখ্যমন্ত্রী স্পেন সফরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

আবার বড়সড় সাফল্য বৈকন্ঠপুর ডিভিশনের আমবাড়ি ফালাকাটা রেঞ্জের, হরিণের সিংসহ গ্রেপ্তার এক

জলপাইগুড়ি ঃ আবার বড়সড় সাফল্য বৈকন্ঠপুর ডিভিশনের আমবাড়ি ফালাকাটা রেঞ্জের, হরিণের সিংসহ গ্রেপ্তার এক, আমবাড়ী ফালাকাটা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার আলমগীর হক সুত্রে জানা গেছে গতকাল গপন খবরের ভিত্তিতে ক্রেতা সেজে রাজগঞ্জের সেলটার বাড়ি এলাকায় অত পেতে বসেছিল আমবাড়ি ফালাকাটা রেঞ্জ অফিসার আলমগীর হক সহ তার দল, সেখানে বিন্নাগুরি অঞ্চলের এক বাসিন্দা একটি হরিণের সিং নিয়ে আসে দুজন বাইক নিয়ে, বন কর্মীদের দেখে একজন পালিয়ে গেলেও একজনকে হাতেনাতে হরিণের সিং সমেত ধরে ফেলে, সাথে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি বাইক, এই বিশয়ে আমবাড়ি ফালাকাটা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার আলমগীর হক জানায় এদের সাথে আরো কিছু পাচার কারী যুক্ত রয়েছে, এক জন পাচারকারী কে গ্রেফতার করার পর জানা গেছে এই হরিনের সিং টি বৈকন্ঠ পুর জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, বন্য প্রাণীর দেহাংশ কোন মূল্য হয় না, কিন্তু ক্রেতা সেজে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রির উদ্দেশ্য এসেছিল, আজ পাচারকারী কে কোর্টে তোলা হয়েছে, পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বনদপ্তর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উদযাপন

শিলিগুড়ি ঃ সমগ্র জাতি যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উদযাপন করে, ব্রাইট একাডেমির উদ্যমী শিশুরা ব্যানার লাগিয়ে, মোদির মুখোশ পরে, প্ল্যাকার্ড ধারণ করে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মতো সাজানো পোশাক পরে এবং কেক কেটে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করে।শিশুরা মোদী সরকারের কৃতিত্ব এবং চন্দ্রযান ৩, হার ঘর জল, বিশ্বকর্মা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বল যোজনা প্রভৃতি পরিকল্পনা সম্পর্কে যে প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তাসম্পর্কে জানতে পারে।পরিচালক অধ্যক্ষ মিঃ সন্দীপ ঘোষাল বলেন, আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞান জাগ্রত করার জন্য আমরা এই ধরনের উদযাপন শুরু করি। আমাদের শিশুরা উদীয়মান ভবিষ্যৎ এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান উদযাপন তাদের উদ্যম বাড়ায়।

হাসপাতাল পরিদর্শনে জেলাশাসক সভাধিপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বুধবার বিকালে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায়,জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ,সিউড়ি পৌরসভা চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়,বীরভূম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ি,হাসপাতাল সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল,সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক অনিন্দ্য সরকার । রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, দীর্ঘদিন মিটিং না হওয়ায় তড়িঘড়ি রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং করা হয় । বেশকিছু সমস্যা সমাধানের জন্য একমাস সময় সীমা ধরা হয় ।

থানার সামনে অবস্থান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বুধবার সন্ধ্যায় ইন্দ্রগাছা গ্রামে সিউড়ি দুইনং বিজেপি মন্ডল সভাপতি উৎপলহরি মন্ডলের বাড়ীতে মিটিং চলাকালীন তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ বিজেপির । দুস্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বুধবার রাতে সিউড়ি থানার সামনে জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার নেতৃত্বে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি । জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, সিউড়ি দুইনং ব্লকে নুরুল রাজ চলছে । ঘরোয়া মিটিং -এ তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতী রাজেশ মাল বারো পনেরোজন লোক নিয়ে হামলা চালায় মন্ডল সভাপতি উৎপলহরি মন্ডলের উপর তার স্ত্রী দময়ন্তী মন্ডলের শাড়ী ছিঁড়ে দেওয়া হয় । পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সিউড়ি থানার আইসি দোষীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে অবস্থান বিক্ষোভ উঠে যায় ।

১৯ দফার দাবির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন মালদা শাখার কর্মীরা শুক্রবার দুপুরে জেলা মুখ্য শাস্ত্র আধিকারিক অফিসের সামনে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি তে অংশগ্রহণ করে

মালদা ঃ ১৯ দফার দাবির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন মালদা শাখার কর্মীরা শুক্রবার দুপুরে জেলা মুখ্য শাস্ত্র আধিকারিক অফিসের সামনে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি তে অংশগ্রহণ করে। মালদা জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে প্রায় ৩০০ আশা কর্মীরা এদিন ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ইনসেনটিভ এর টাকা ভাগে ভাগে পাঠানো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে , ঝুঁকিপূর্ণ পি এম এম ভি ওয়াই এর কাজ আশা কর্মীদের দিয়ে করানো চলবে না , অবিলম্বে আশা কর্মীদের প্রতি আইটেমে বরাদ্দ তিনগুণ বৃদ্ধি করতে হবে ,আশা কর্মীদের দিয়ে ন্যাপকিন বিক্রি করানো যাবে না, করোনা আক্রান্ত আশা কর্মীদের জন্য ঘোষিত বীমার এক লক্ষ টাকা দ্রুত মেটাতে হবে, সহ একাধিক দাবি নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন মালদা জেলার সম্পাদিকা মেহেবুবা খাতুন জানান অবিলম্বে আমাদের দাবি গুলি পূরণ রাজ্য সরকারকে করতে হবে। সরকার আমাদের নিয়ে খেলছে। আমরা সরকারকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি ৬ অক্টোবর আমাদের রাজ্যে বড় কর্মসূচি রয়েছে তারপরও যদি আমরা দাবি পূরণ না হয় তাহলে নয় অক্টোবর থেকে আমরা রাজ্যে কর্মবিরতি যেতে বাধ্য হব।

রতুয়ার ক্লান্তটোলা এলাকায় ভাঙনের ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করলো উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু

মালদা ঃরতুয়ার ক্লান্তটোলা এলাকায় ভাঙনের ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করলো উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। শুক্রবার দুপুরে আচমকায় ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক মানুষদের সঙ্গে নিয়েই জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে দেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। চরম অসস্তিতে পড়ে যায় জেলা প্রশাসনের কর্তারা। সাংসদ খগেন মুর্মুর সাফ কথা , রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তটোলা গ্রামে ব্যাপক গঙ্গার ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। তারপরও প্রশাসন উদাসীন । সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারেরাও এখনো পর্যন্ত ভাঙ্গন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোনো রকম ব্যবস্থা নেয় নি। ইতিমধ্যে ২০ থেকে ২৫ টি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। বিঘার পর বিঘা চাষযোগ্য জমিও তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার ভাঙ্গনে। অথচ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা আশ্রয়ের খোঁজে হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদিন ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক মানুষকে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে নিয়ে এসেছি। সেখানেই সকলেই বসে থাকবো। পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে।এদিকে মালদার গঙ্গার ভাঙ্গন পরিস্থিতি ও জেলা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। তৃণমূলের জেলার সহসভাপতি বাবলা সরকার বলেন, এতদিন তো গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ কেন্দ্র সরকার করছিল। তাদের অধীনস্থ ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে কাজ বন্ধ করে দিল। গঙ্গা হচ্ছে জাতীয় নদী। এর দায়িত্ব সম্পূর্ণ কেন্দ্র সরকারের। অথচ এখন এই ভাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়েই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজনীতি করছে। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তাই এখন বিজেপির সাংসদ মানুষের মন পেতেই তাদেরকে নিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এর আগেও ভাঙ্গন হয়েছে। তখন উনি কোথায় ছিলেন । আসলে সবটাই রাজনীতি। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, মালদার এই ভাঙ্গন পরিস্থিতি রোধের ক্ষেত্রে সব রকম নির্দেশ দিয়েছে এবং ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ হচ্ছে।উল্লেখ্য, এদিন দুপুরে কান্তটোলা এলাকার গঙ্গার ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য বৃদ্ধ, বৃদ্ধা থেকে শতাধিক সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই জেলা প্রশাসনিক ভবন সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই ইংরেজবাজার থানার পুলিশ বিশাল বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কয়েক ঘঃটা ধরে চলে এই অবস্থান বিক্ষোভ। পরে বিজেপি সাংসদদের পক্ষ থেকে ভাঙ্গন বিষয় নিয়ে একটি স্মারক পত্রও জেলা প্রশাসনের কাছে তুলে দেওয়া হয়।

বাগডোগরা ভুজিয়াপানি কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ বাগডোগরা ভুজিয়াপানি কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। বাগডোগরা ভুজিয়া পানি সার্বজনীন কালী মন্দিরে এ নিয়ে তিনবার চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে গতকাল রাতে মন্দিরে কৌশিকী আমাবস্যার পুজো হয়। আর তারপরেই তালা ভেঙে মন্দিরের বাসনপত্র সহ পুজো সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। এর আগেও দুইবার ওই একই মন্দিরের চুরির ঘটনা ঘটেছিল। এলাকায় নেশার আখড়া বেড়ে যাওয়ায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে অনুমান করছেন মন্দির কমিটির সদস্যরা। পুলিশ চাইলেই এই চুরির কিনারা করতে পারে তবে পুলিশ সঠিকভাবে কাজ করছে না বলেও অভিযোগ করেন মন্দির কমিটির সদস্যরা। এছাড়াও মন্দিরের দান পেটি খুলেও কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যায় দুস্কৃতীরা বলে জানা গিয়েছে। রাতের দিকে পুলিশি টহলদারি বাড়ালে এই ধরনের ঘটনা এড়ানো যেতে পারে বলে জানান তারা। এরপর খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভিন রাজ্যের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো পুরাতন মালদার এক শ্রমিকের

মালদা ঃ ভিন রাজ্যের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো পুরাতন মালদার এক শ্রমিকের। গত বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশে পুরাতন মালদার শ্রমিকের দুর্ঘটনায় এই মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে। পুরাতন মালদা থানার নারায়নপুর এলাকার মালি গ্রামের বাড়িতে ওই শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শুক্রবার মৃত শ্রমিকের দেহ গ্রামের বাড়িতে ফেরার কথা রয়েছে।পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম বাপি রায় (২৫) । তার বাড়ি পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর এলাকার মালিগ্রামে। গত একমাস আগে অন্ধ্রপ্রদেশে টাওয়ারের কাজ করতে গিয়েছিলেন ওই শ্রমিক। গত বুধবার হাইটেনশন টাওয়ারে উঠে কাজ করার সময় আচমকায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের পরিবারের স্ত্রী ও দুই নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে । এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দারা মৃত শ্রমিকের পরিবারকে যাতে সরকারিভাবে সহযোগিতা করা হয় সেই দাবি জানিয়েছেন।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচির পর, পুরাতন মালদায় এই প্রথম অভিনব কায়দায় অনুষ্ঠিত হলো দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচি

মালদা ঃ দুয়ারে সরকার কর্মসূচির পর, পুরাতন মালদায় এই প্রথম অভিনব কায়দায় অনুষ্ঠিত হলো দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচি। পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের বলাতুলি কালুয়ারি মুসা হাইস্কুলে এই দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিনামূল্যে রোগীদের নানান ধরনের চিকিৎসার পরিষেবা দেওয়া হয়।এদিন দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্পে এলাকার প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। এই ক্যাম্পে প্রায় ১৪ টি বিভাগে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয় । দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্প ঘুরে পরিদর্শন করেন পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়দীপ মজুমদার সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা। এদিন বিডিও ক্যাম্পে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষের সাথে কথা বলেন এবং তাদের অভাব অভিযোগের কথাও শোনেন। এই ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে চক্ষু পরীক্ষা, বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষা , প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসা সহ শিশুদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। বাড়ির কাছে নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করাতে পেরে আনন্দিত এলাকাবাসী।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি । তবে এই ধরনের ক্যাম্প মাসে একবার করে করা উচিত। পুরাতন মালদার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা.জয়দীপ মজুমদার জানিয়েছেন , পুরাতন মালদা ব্লকে 'দুয়ারের ডাক্তার ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা স্বামীকে অপহরণ এবং খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করলো পুখুরিয়া থানার পুলিশ

মালদা ঃ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা স্বামীকে অপহরণ এবং খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করলো পুখুরিয়া থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি গোপনডেরা থেকে মেহেরুল হক নামে ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । মৃত ওই তৃণমূল কর্মীর খুনের ঘটনায় ধৃত মেহেরুল হক মূল অভিযুক্ত বলেও প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। শুক্রবার ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।উল্লেখ্য, রতুয়া ২ ব্লকের অন্তর্গত পুখুরিয়া থানার শ্রীরামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাতর গ্রামের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা আনোয়ারা বিবির স্বামী সাদেকা আলি (৫০)। মঙ্গলবার গভীর রাতে তাঁকে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায় কয়েকজন দুস্কৃতি বলে অভিযোগ। এরপর বুধবার সকালে বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরে একটি ঝোপের মধ্যেই ওই তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মৃতের পরিবার বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে পুখুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত চালিয়ে পুলিশ মেহেরুল হককে গ্রেফতার করেছে।

রতুয়ায় তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় বিরোধী দলের প্ররোচনায় শাসকদলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ও তার পরিবারকে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠলো

মালদা ঃ রতুয়ায় তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় বিরোধী দলের প্ররোচনায় শাসকদলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ও তার পরিবারকে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠলো। যদিও ইতিমধ্যে পুখুরিয়া থানার পুলিশ ওই তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মেহেরুল হক নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশি জেরায় ধৃত মেহেরুল হক ওই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী সাদেক আলিকে (৫০) খুন করার কথা স্বীকার করেছে। আর এই ঘটনার পিছনে সুদের কারবার ও মহিলা সংক্রান্ত কোনো বিষয় জড়িত থাকতে পারে বলেও অনুমান পুলিশের। এদিকে শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার ঘটনায় দলের জেলা নেতৃত্ব এবং দলীয় সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীকে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান সেরিনা বিবি তাঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের বিষয়টি নিয়ে একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। এই ঘটনার পিছনে কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট ষড়যন্ত্র করে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের পরিবারকে ফাঁসিয়েছে বলে অভিযোগ।শুক্রবার দুপুরে মালদা শহরের একটি বেসরকারি লজে সাংবাদিক বৈঠক করেন রতুয়া ২ ব্লকের শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রাক্তন প্রধান সেরিনা বিবি বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমি শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান পদের দায়িত্ব সামলিয়ে এসেছি। এবারে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নতুন প্রধান হয়েছে। গত বুধবার সকালে চাতর এলাকারই এক তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারকে প্ররোচিত করেছে স্থানীয় কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের একাংশ নেতৃত্ব। ওদের ভুল বুঝানোর জন্য মৃতের পরিবার হঠাৎ করে আমাদের পরিবারের তেরো জনের বিরুদ্ধে পুখুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অথচ এই ঘটনার সঙ্গে আমরা কেউ কিছু জানতাম না । পরে অবশ্য মৃতের এক আত্মীয় তাদেরকে প্ররোচিত করার কথা স্বীকার করে।শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা স্থানীয় অঞ্চল কমিটির তৃণমূল নেত্রী সেরিনা বিবি আরো বলেন , আমরা চাই দলের সক্রিয় কর্মীর খুনের ঘটনায় প্রকৃত তদন্ত হোক । পুলিশ জানিয়েছে এই ঘটনার পিছনে আর্থিক লেনদেন এবং পুরনো কোনো শত্রুতার ঘটনা যুক্ত রয়েছে। অথচ বিরোধীদলের একাংশ তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল লাগাতে চাইছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি পুলিশ কেউ জানিয়েছি।শ্রীপুর ২ অঞ্চলের এক তৃণমূল কর্মী আবু তালেব জানিয়েছেন, শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি দেখে বিরোধী দলের নেতৃত্বরা উস্কানিমূলক ভাবে দলের মধ্যে কাজিয়া লাগাতে চাইছে। এই ঘটনার কথা আমরা পুলিশকে জানিয়েছি এবং দলের জেলা সভাপতিকেও বলেছি। যারা আমাদের নাম মিথ্যা ভাবে জড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও আদালতে দ্বারস্থ হব।তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, দলীয় কর্মী খুনের ঘটনায় তদন্ত করে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। তবে দলের মধ্যে কোথাও কোনো গোষ্ঠীকোন্দল নেই। বিরোধীদের একটা চক্রান্ত কাজ করছে বলে শুনতে পেয়েছি। দলগতভাবে বিষয়টি তদারকি করে দেখা হবে।

আনন্দধারা সঙ্গীত ও বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে চলেছে নিরলস ভাবে

শিলিগুড়ি ঃ আনন্দধারা সঙ্গীত ও বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে চলেছে নিরলস ভাবে।আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন এর মধ্য দিয়ে শহরে সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের মধ্যে সংগীত ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে ১৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা দীনবন্ধু মঞ্চ নাটক ও সংগীতের আসর বসবেন।এই বক্তব্য তুলে ধরতে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন আনন্দধারার কর্ণধার অনিন্দিতা চ্যাটার্জি সহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যারা।একিই মঞ্চে এবং একিই দিনে রে অফ কালচারনিবেদিত পাপিয়া রায় অভিনীত নাটক বীরাঙ্গনার বয়ান নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

শিলিগুড়িতে সাংসদের উপস্থিতিতে বিজেপির 'আমার মাটি আমার দেশ' কার্যক্রমের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ আজ বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ৭ নং মন্ডল কমিটির ৪০ নং ওয়ার্ডে আমার মাটি আমার দেশ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি লোকসভার সাংসদ ড. জয়ন্ত কুমার রায়, মন্ডল সভাপতি নরেন ঘোষ এবং প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি শ্যামল সাহা।কার্যক্রমের শুরুতেই ইস্কন মন্দির থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়। ইস্কন মন্দিরের সন্ন্যাসী সাংসদকে মন্দিরের পবিত্র মাটি তুলে দেন। তার আগে মন্দিরের সন্ন্যাসীরা এবং মন্ডল সভাপতি সাংসদ মহাশয় কে বরণ করে নেন। ইস্কন মন্দির থেকে দুর্গা নগরের শহীদ দীনেশ গিরির বাড়ি থেকে পবিত্র মাটি নেওয়া হয়।পরবর্তী তে প্রণামী মন্দিরের মাটি সংগ্রহ করা হয়।সংগৃহীত মাটি দিয়ে আগামী দিনে দিল্লি তে শহীদ বাগান তৈরী করা হবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মুম্বাই ও সেকেন্দ্রাবাদের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের দূরবর্তী অঞ্চলগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর যথাযোগ্য নির্দেশনায় রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেশের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অংশের রেল সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রেন নং. ১২৫১৩১২৫১৪ সেকেন্দ্রাবাদ গুয়াহাটি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটির চলাচল দক্ষিণ অসমের শিলচর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গুয়াহাটি ও শিলচরের মধ্যে বদরপুর, নিউ হাফলং, লামডিং, হোজাই ও জাগীরোড স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১২৫১৯১২৫২০ লোকমান্য তিলক কামাখ্যা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটির চলাচল ত্রিপুরার আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গুয়াহাটি ও আগরতলার মধ্যে আম্বাসা, ধর্মনগর, বদরপুর, নিউ হাফলং, লামডিং, হোজাই ও চাপরমুখ স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হবে। এই ট্রেনগুলির পরিষেবা উত্তর পূর্বাঞ্চলের দূরবর্তী এলাকাগুলিকে মুম্বাই ও সেকেন্দ্রাবাদের সাথে সংযুক্ত করবে। ট্রেন নং. ১২৫১৪ (শিলচর গুয়াহাটি সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস ট্রেনটি এখন শিলচর থেকে বুধবার রাত ০৭.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং সেকেন্দ্রাবাদে শুক্রবার সকাল ০৩.৩৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১২৫১৩ (সেকেন্দ্রাবাদ গুয়াহাটি শিলচর) এক্সপ্রেস ট্রেনটি সেকেন্দ্রাবাদ থেকে শনিবার বিকেল ০৪.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শিলচর স্টেশনে সোমবার রাত ১১.৪৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ট্রেন নং. ১২৫২০ (আগরতলা কামাখ্যা লোকমান্য তিলক) এক্সপ্রেস ট্রেনটি এখন আগরতলা স্টেশন থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ০৬.০০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং লোকমান্য তিলক স্টেশনে শনিবার বিকেল ০৪.১৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১২৫১৯ (লোকমান্য তিলক কামাখ্যা আগরতলা) এক্সপ্রেস ট্রেনটি লোকমান্য তিলক স্টেশন থেকে রবিবার সকাল ০৭.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং মঙ্গলবার রাত ০৭.৫০ ঘণ্টায় আগরতলা স্টেশনে পৌঁছবে।

ক্যানাডাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়া ইউক্রেনের একজন সেনার প্রশংসা করেছিলেন হাউস অফ কমন্সের স্পিকার। তিনি লড়েছিলেন নাৎসিদের হয়ে। বুধবার তাই প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন

ক্ষমা চাইলেন ট্রুডো

ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো। তিনি বলেছেন, তার ভুল হয়ে গেছে, এই ঘটনার জন্য তিনি খুবই বিব্রত বোধ করছেন। হাউস অফ কমন্সে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সামনেই স্পিকার এই প্রশংসা করেন।

ট্রুডো জানিয়েছেন, তিনি কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে কিয়েভ ও জেনেলস্কির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ও ক্ষমা চেয়েছেন। হাউস অফ কমন্সের স্পিকার সাবেক নাৎসি সেনাকে 'হিরো' বলে সম্বোধন করেছিলেন। গত মঙ্গলবার স্পিকার অ্যান্থনি রোটা পদত্যাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, যা হয়েছে, তার জন্য তিনি একাই দায়ী। রোটা যার প্রশংসা করেছিলেন, তার নাম ইয়োস্লাভ হুনকা। তার বয়স ৯৮ বছর। তিনি পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করা ইউক্রেনের মানুষ। হিটলারের এসএস বাহিনীতে তিনি ছিলেন। পরে তিনি ক্যানাডায় চলে আসেন।

এই ঘটনার পর রাশিয়া আবার জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের অন্যতম কারণ হলো, সেই দেশকে নাৎসিদের কবল থেকে মুক্ত করা। কিন্তু ইউক্রেন ও পশ্চিমা দেশগুলি তা মানতে চায় না। ট্রুডো বলেছেন, এই সব কথা বলে রশিয়া কখনই তাদের এই আগ্রাসনকে ঠিক বলে প্রমাণ করতে পারবে না। ট্রুডো বুধবার হাউসে বলেছেন, ''পার্লামেন্টে সকলের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। গত শুক্রবার প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলের সামনে যা হয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।''

সাত বছর পর ভারতে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

হায়দরাবাদঃ সাত বছর পর আবার ভারতের মাটিতে পা রাখলো বাবর আজমের নেতৃত্বে পাকিস্তানের ক্রিকেট দল। বাবর আজমরা নেমেছেন হায়দরাবাদে। শুক্রবার তারা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলবেন। ৩ অক্টোবর অস্ট্রেলিার সঙ্গে আরেকটি প্র্যাকটিস ম্যাচ আছে। অস্ট্রেলিয়া ভারতের সঙ্গে তিনটি ম্যাচের সিরিজ খেলে নিয়েছে। পরপর দুইটি ম্যাচ হারার পর বুধবার তারা শেষ ম্যাচে জিতেছে। বাবর আজমরা লাহোর থেকে সকালের ফ্লাইট ধরেছিলেন। কিন্তু দুবাইতে তাদের নয় ঘণ্টা স্টপ ওভার ছিল। রাতে তারা হায়দরাবাদ এসে পৌঁছান। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রথম খেলা ৬ অক্টোবর, সহজ প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে। হায়দরাবাদে রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ খেলবে তারা।

পাকিস্তানের প্লেয়াররা ভারতে আসার জন্য ভিসা পান ৪৮ ঘণ্টা আগে। তার আগে তাদের এই ভিসা নিয়ে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তবে পাকিস্তান ছাড়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক বাবর আজম বলেছেন, ''আমি আমেদাবাদে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। সেখানে স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শক থাকবেন। আমরা আমাদের সেরাটা দেয়ার চেষ্টা করব। আমি একটা জিনিসই নিশ্চিত করতে চাই, আমি যাই করি না কেন, তা যেন টিমের কাজে লাগে।'' আমেদাবাদে ১৪ অক্টোবর ভারত পাকিস্তান ম্যাচ। সেই ম্যাচের টিকিটের চাহিদা বিপুল। বিক্রি শুরু হওয়ার সামান্য সময়ের মধ্যে তা শেষ হয়ে গেছে। সেই ম্যাচের কথাই বলেছেন বাবর। এই টিম বাসে করেই বিমানবন্দর থেকে হোটেলে গেলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। এই টিম বাসে করেই বিমানবন্দর থেকে হোটেলে গেলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জাকা আশরফ বলেছেন, '''বিসিসিআই ইতিমধ্যে আইসিসিকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছে, প্রতিটি দলকে সেরা নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তা দেখা হবে। আমাদের

টিমের প্রতি অন্য ধরনের ব্যবহার করা হবে বলে আমি মনে করি না। বিশ্বকাপে আমাদের টিমের ভারতে কোনো অসুবিধা হবে বলেও আমি মনে করি না।''

পাকিস্তানে দলে যারা আছেন

পাকিস্তান দলে আছেন বাবর আজম(অধিনায়ক), ফখর জামান, ইমাম উল হক, আবদুল্লাহ শফিক, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সৌদ শাকিল, ইফতিকার আহমেদ, সলমন আলি আঘা, মোহাম্মদ নওয়াজ, উসামা মির, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, শাহিন আফ্রিদি ও মোহাম্মদ ওয়াসিম।

মহম্মদ নওয়াজ এবং সলমন আলি আঘা আগে ভারতে এসেছেন। বাকি ক্রিকেটাররা কখনো ভারতের মাটিতে খেলেননি।

বাংলাদেশের দলও ভারতে

বাংলাদেশের ক্রিকেট টিমও ভারতে এসে পৌঁছেছে। তারা নেমেছে গুয়াহাটিতে। এখানে ২৯ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা ও ২ অক্টোবর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলাদেশ। ৭ অক্টোবর ধর্মশালায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তারা বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে।

পুলিশের চাকরি বাতিল, পথে গ্রুপ ডি প্রার্থীরাও

কলকাতা ঃ স্কুলের পর পুলিশে নিয়োগেও প্যানেল বাতিল। অনিয়মের জেরে এমনই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অনেক পুলিশকর্মী চাকরি হারাতে চলেছেন।

রাজ্য সরকার ২০১৯ সালে কনস্টেবল পদে নিযোগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ প্যানেল বেরোয়, যা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ২০২২ সালে স্টেট ট্রাইব্যুনাল আদালতে মামলা দায়ের করেন অভিযোগকারীরা। চ্যালেঞ্জ করা হয় ৮ হাজার ৪১৯ জন পুলিশ কনস্টেবলের নিয়োগকে। পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া খারিজের দাবি করেন মামলাকারীরা। ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ সংক্রান্ত গলদ সংশোধনের নির্দেশ দেয় রাজ্যের পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে। এরপর প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় মেধা তালিকা। কিন্তু তাতে বিতর্ক থামেনি। অভিযোগ, সংরক্ষণের নিয়ম সঠিক ভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

পুরনো তালিকার ১৩৭ জনকে বাদ দেওয়া হয় নতুন তালিকায়। এই দ্বিতীয় তালিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ নিযোগ প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ দেয়। এবার সেই দ্বিতীয় তালিকা বাতিল করে দিল হাইকোর্ট। বুধবার প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ২০২১ সালে যে প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছিল, সেটি বৈধ। চলতি বছরে যে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তা বাতিল করেছে আদালত। অর্থাৎ যাদের নাম দ্বিতীয় তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে, তাদের চাকরিও বাতিল হতে চলেছে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করা হবে প্রথম তালিকা থেকে বাদ যাওয়া সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের থেকে।

যদিও যাদের চাকরি আপাতত বাতিল হচ্ছে, তাদের জন্য আশার কথাও শুনিয়েছে আদালত। প্রথম তালিকার প্রার্থীদের নিযোগ দেয়ার পর প্রয়োজন থাকলে বা শূন্যপদ তৈরি হলে আপাতত বাদ পড়া প্রার্থীদের নিযোগ করা যাবে।

বিরোধীদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার যে কোনো স্তরেই নিযোগ করুক না কেন, সেখানে নিয়ম ভাঙা হচ্ছে। যদিও স্কুল থেকে পুরসভায় যে দুর্নীতি বা টাকার লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে, কনস্টেবলের ক্ষেত্রে তা হয়নি।

এই মামলার আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, অনেক সংবাদমাধ্যম এর ভুল ব্যাখ্যা করছে যে দুর্নীতির ফলে প্যানেল বাতিল হয়েছে। আসলে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নিয়ম মানা হয়নি। সেই অভিযোগই আমরা করেছিলাম। দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়নি।

স্কুলে নিযোগের দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরগরম এই রাজ্য। প্রাথমিক স্তরে নিযোগ দুর্নীতির মামলায় খোদ নিম্ন আদালতের বিচারক হাইকোর্টের বিচারপতির ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। এ জন্য বুধবার রাজ্যের আইন মন্ত্রীকে হাইকোর্টে হাজিরা দিতে হয়।

আলিপুর সিবিআই আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় পুলিশকে যুক্ত করেন। কলকাতা হাইকোর্ট সিট গড়ে তদন্ত করানো সত্ত্বেও সিবিআই আদালতের নির্দেশে হাইকোর্ট ক্ষুব্ধ হয়। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিচারকের বদলির নির্দেশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকারি আদেশনামা না বেরোনোয় এখনো বদলির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি।

এতে ক্ষুব্ধ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বুধবার খোদ রাজ্যের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটককে তৎক্ষণাৎ হাজিরার নির্দেশ দেন। দ্রুত বিচারপতির এজলাসে উপস্থিত হন মন্ত্রী। তিনি জানান, অসুস্থতার জন্য বদলি সংক্রান্ত ফাইলে সই করতে পারেননি। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, ৬ অক্টোবরের মধ্যে বদলির প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

স্বচ্ছ নিযোগের দাবিতে কলকাতার রাস্তায় দিনের পর দিন আন্দোলন অবস্থান চলছে। মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির নীচে ৪০০ দিন অবস্থান করছেন গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীরা। তাদের নিয়ে বুধবার মিছিল করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ছিলেন কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীও।

আদালতের অনুমতি নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরের কাছ থেকে শুরু হয় মিছিল। বিজেপি ও কংগ্রেস নেতার তথাকথিত অরাজনৈতিক মিছিলে যোগ দেয়ার মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক তাৎপর্য খুঁজছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এক বছরের বেশি সময় ধরে যারা চাকরির জন্য পথে বসে আছেন, তাদের কী দাবিপূরণ হবে?

স্কুল থেকে সরকারি দপ্তর কিংবা পুরসভা, সব ক্ষেত্রের আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। একই সুর কৌস্তভের মুখে। তাদের দাবি, কর্মসূচির দিনক্ষণ দ্রুতই ঠিক করা হবে।

লোকসভা নির্বাচনের আগে এ ধরনের আন্দোলন ঘিরে রাজনীতি আরও সরগরম হবে নিশ্চিতভাবে। কিন্তু বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা কি আদৌ নিযোগে পাবেন?

বাংলাদেশে জাহাজভাঙা শিল্প যেন অনিয়মের এক আখড়া

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জাহাজভাঙা শিল্পের বার্ষিক অবদান আনুমানিক ২ বিলিয়ন ডলার। ২০ হাজারের মতো শ্রমিক এই শিল্পে শ্রম দেন নানা রকমের অনিয়ম মেনে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। বছর দুয়েক আগে চট্টগ্রামের আরেফিন এন্টারপ্রাইজ নামের একটি শিপইয়ার্ডে ম্যাক্স নামের ২৪ বছরের পুরোনো এক জাহাজ ভাঙার কাজ করছিলেন মোহাম্মদ বিপ্লব। কাজের প্রয়োজনে একদিন ইঞ্জিন রুমে পাইপ দিয়ে আগুন ধরানোর সময় তা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়। সাথে সাথে পেছনের দেয়ালে ছিটকে পড়েন বিপ্লব। তার মুখ মারাত্মকভাবে পুড়ে যায় এবং পিঠ ভেঙে যায়। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। সামান্য জ্ঞান ফেরার পর বিপ্লব বুঝতে পারেন সহকর্মীরা তাকে রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। এই আঘাতের চিকিৎসার জন্য বিপ্লবকে নিজের সব জমিজমা বিক্রি করে দিতে হয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে এখন একটি চায়ের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন বিপ্লব। আরেফিন এন্টারপ্রাইজ নামের যে প্রতিষ্ঠানে বিপ্লব কাজ করতেন তা মেয়াদোত্তীর্ণ জাহাজ কিনে নিয়ে সেগুলো ভাঙার কাজ করে। পরে তারা ধাতব এবং অন্যান্য উপকরণ বিক্রি করে, যা ব্যবসা হিসেবে যথেষ্ট লাভজনকই মনে করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই জাহাজভাঙা শিল্পের বার্ষিক অবদান আনুমানিক ২ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে ব্যবহৃত ইস্পাতের অর্ধেকেরও বেশি আসে চট্টগ্রামের

এই শিল্প থেকে। আজ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, বাংলাদেশের এই জাহাজ ভাঙা শিল্প নানা অনিয়মের আখড়া। আরেফিন এন্টারপ্রাইজ বিপ্লবের ৮ দিনের জরুরি চিকিৎসার খরচ বহন করে, যা প্রায় ১৬০ মার্কিন ডলার। অথচ বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী তার পাওয়ার কথা ২,০০০ ডলারের কাছাকাছি। তবে আরেফিন এন্টারপ্রাইজই শুধু নয়, হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বিপ্লব বলেছেন, তার এই দুরবস্থার জন্য যে জাহাজটি তিনি ভাংছিলেন সেই ম্যাক্সের মালিককেও দায়ী করা উচিত। ম্যাক্স এর আগে গ্রিক শিপিং কোম্পানি টাইড লাইন ইনকর্পোরেটেডের মালিকানাধীন ছিল এবং ইউরোপের আইন অনুসারে ভাঙার জন্য এটির বাংলাদেশে আসারই কথা ছিল না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইন অনুসারে এর পতাকাবাহী জাহাজগুলো তাদের অনুমোদিত শিপ ইয়ার্ড ছাড়া অন্য কোথাও ভাঙার সুযোগ নেই। কিন্তু এই ধরনের অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো শিপইয়ার্ড বাংলাদেশে নেই। এই নিয়মকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য পুরোপুরিভাবে পরিত্যক্ত ঘোষণা দেওয়ার আগে ম্যাক্সকে অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয় ২০২১ সালের জুনে। সেই মাসেরই শেষের দিকে ভাঙার জাহাজটি বাংলাদেশে আমদানির অনুমতি পায়। এটি ২০২১ সালের ১০ জুলাই চট্টগ্রামে পৌঁছায়। এক মাসের বেশি সময় পরে এতে বিস্ফোরণ ঘটে, যাতে বিপ্লব আহত হন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের প্রতিবেদনে দাবি করেছে, অনেক ইউরোপীয় শিপিং কোম্পানি জেনেশুনে বাংলাদেশে বিপজ্জনক ও দূষণকারী ইয়ার্ডে ভাঙ্গার জন্য তাদের মেয়াদোত্তীর্ণ জাহাজগুলো পাঠাচ্ছে। 'ট্রেডিং লাইভস ফর প্রফিট' শীর্ষক ৯০ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে কিভাবে আইনের ফাঁক গলে বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতে বিষাক্ত জাহাজ ভাঙা হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জাহাজভাঙা শিল্পগুলো প্রায়ই নিরাপত্তা নিয়ে 'শর্টকাট' ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সৈকত ও আশেপাশের পরিবেশে সরাসরি বিষাক্ত বর্জ্য ফেলে দেয় এবং আহত হলে শ্রমিকদের মজুরি, বিশ্রাম বা ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত করে। প্রতিবেদনটিতে জাহাজ মালিকদের একটি চক্রকেও তুলে ধরা হয়, যারা আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন উপেক্ষা করে বাংলাদেশের মতো যেসব স্থাপনায় পর্যাপ্ত পরিবেশগত বা শ্রম সুরক্ষা নেই, সেসব স্থাপনায় ভাঙার জন্য জাহাজ রপ্তানি করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ২০২০ সালে করোনার পর জাহাজ ভাঙার জন্য বাংলাদেশই আসলে বিশ্বের সবচাইতে জনপ্রিয় গন্তব্য। গত তিন বছরে প্রায় ২০ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক ৫২০টিরও বেশি জাহাজ ভাঙার কাজে জড়িত ছিলেন, যা বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে অনেক বেশি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের এই প্রতিবেদন তৈরিতে ৪৫ জন জাহাজভাঙা শ্রমিক, শ্রমিকের আত্মীয়স্বজন, ১০ জন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)কে উদ্ধৃত করে সংস্থাটি বলেছে, জাহাজভাঙা বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ। শ্রমিকরা ধারাবাহিকভাবে বলেছে যে, তাদের নিরাপদে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ বা সরঞ্জাম সরবরাহের দরকার তা কখনোই দেওয়া হয় না। গলিত ইস্পাত কাটার সময় বিষাক্ত ধোঁয়া এড়াতে শ্রমিকরা তাদের শার্ট মুখের চারপাশে মুড়িয়ে নেয় এবং খালি পায়ে ইস্পাতের টুকরো বহন করার সময় তাদের হাত পোড়ানো এড়াতে গ্লাভস হিসাবে তাদের মোজা ব্যবহার কর। স্বাস্থ্যগত এসব ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য মানুষের চেয়ে এই শিল্পে কাজ করা মানুষের গড় আয়ু ২০ বছর কম বলে জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। জাহাজভাঙা শিল্পের শ্রমিকদের উপর স্থানীয়ভাবে করা ২০১৯ সালের একটি জরিপকে উদ্ধৃত করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, এই শিল্পের কমপক্ষে ১৩ শতাংশ শ্রমিক শিশু। রাতের শিফটে এই শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০ শতাংশ। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এই পর্যবেক্ষণের সাথে পুরোপুরি একমত পোষণ করেছেন শ্রমিক অধিকার কর্মী কল্পনা আক্তার। ডয়েচে ভেলেকে তিনি বলেছেন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের গবেষণায় আসলে জাহাজভাঙা শিল্পের সত্যিকারের অবস্থাটাই উঠে এসেছে। এখানে শিশুর কথা যেরকম আছে, শ্রমিকদের অনিরাপদ একটি কর্ম পরিবেশের কথাও বলা হয়েছে। এই জাহাজগুলো টক্সিক ম্যাটেরিয়াল ক্লিন করে আমাদের দেশে ঢোকার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। শ্রমিকরা এতটা অনিরাপদ এবং আতঙ্কিত থাকে যে, যেকোনো সময়ে যেকোনো ধরনের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এখানে সেফটি ইকুইপমেংট দেওয়া হয় না। শ্রমিকরা তাদের অধিকারের বিষয়ে কথা বলতে গেলেও অনেক আতঙ্কিত থাকে, কারণ, যারা এই শিল্পের মালিক, তারা সব সময় চেষ্টা করে এই শ্রমিকদের ভয়েসকে দাবিয়ে রাখার, এই শ্রমিকরা যাতে তাদের অধিকারের বিষয়ে কথা বলতে না পারে, সে জন্য তাদের নিপীড়নেরও শিকার হতে হয়, বলেছেন তিনি। প্রায় একই ধরনের কথা উঠে এসেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে সাক্ষাৎকার দেয়াদের বক্তব্যেও। ৩১ বছর বয়সি এক শ্রমিক বলেন, 'আমি যেখানে কাজ করি সেখানে যদি এক মুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হই, তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ মারা যেতে পারি। চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি বেসরকারী সংস্থা, যারা নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকায় নাম প্রকাশ করতে রাজী হয়নি, এই প্রতিবেদককে জানিয়েছে, ২০১৯ সাল থেকে গত পাঁচ বছরে এই শিল্পে কাজ করা ৬২ জন শ্রমিক মারা গেছেন, যার মধ্যে সর্বাধিক ২২ জন মারা গেছেন ২০১৯ সালে। চলতি বছর প্রথম নয় মাসে মারা গেছেন পাঁচজন শ্রমিক। জাহাজভাঙা শিল্পের এই পরিবেশ বিপর্যয় এবং প্রাণহানির জন্য পরিবেশ অধিকার কর্মী ও আইনজীবী রিজওয়ানা হাসান উন্নত বিশ্বের স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গিকেই অনেকটা দায়ী করেছেন। জাহাজভাঙা শিল্প, যেটাকে আমরা বাংলাদেশে শিল্প বলছি, এটা কোনোভাবেই শিল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এটা হচ্ছে উপকূলীয় শ্রমিকদের জীবন ধ্বংসের একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

সম্পাদকীয়

নয়াদিল্লি কি ইসরায়েলের কৌশল বেছে নিল

দিল্লিতে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে জি২০ সম্মেলন করার পর ভারত সরকার প্রশংসায় ভাসছিল। তার সপ্তাহ কয়েক আগে সফল চন্দ্রাভিযান নিয়ে দেশটির লোকজন বেশ গৌরব প্রকাশ করছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও কূটনৈতিক সক্ষমতা দেখানোর মধ্য দিয়ে ভারত পশ্চিমা শক্তিধর দেশগুলোর যথার্থ অংশীদার হয়ে উঠেছে। কিন্তু কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো গত সপ্তাহে কানাডীয় শিখ নেতা হত্যার পেছনে ভারতীয় এজেন্টদের হাত থাকতে পারে বলে অভিযোগ করার পর ভারতসংক্রান্ত সেই ধারণাটি ভেঙে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হরদ্বীপ সিং নিজ্জরকে গত জুনে গুলি করে হত্যা করা হয়। পশ্চিমের অনেকে বলছেন, ট্রুডোর অভিযোগ সত্য হলে ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু এ নিয়ে ভারতকে মোটেও চিন্তিত মনে হচ্ছে না। ভারত ইতিমধ্যেই কানাডার কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে। তারা কানাডায় বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ পরামর্শ জারি করেছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তার নিজের মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন আশা করছে। ভারত মনে করছে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তার যে ধরনের

গুরুত্ব আছে, তাতে নিজ্জর হত্যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে খুব বড় ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া আসবে না। যেহেতু আমেরিকার এশিয়াপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলবিষয়ক নীতিতে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু দিল্লির সহযোগিতা ছাড়া এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সুবিধা করে ওঠা সম্ভব হবে না, সেহেতু ভারত ধরে নিয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যে আচরণ করে থাকে, ভারতের সঙ্গে তারা তা করতে পারবে না। এই আত্মবিশ্বাস ভারতকে ইসরায়েলের নীতির পথে নিয়ে যেতে পারে। ইসরায়েল যেমন কৌশলগত কারণে বিদেশের মাটিতে থাকা ইসরায়েলবিরোধী লোকজনকে গোপনে হত্যা করা কিংবা নিজ ভূখণ্ডের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করাকে অন্যায্য বলে ভাবে না, ভারতও তেমন নীতি নিয়ে থাকতে পারে। কানাডার সঙ্গে ভারতের বিবাদ লেগেছে মূলত খালিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই আন্দোলনকারীরা শিখদের জন্য পাঞ্জাবে আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে চান। ভারত খালিস্তান আন্দোলনকে নিজের আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য হুমকি মনে করে। ভারতের অভিযোগ, কানাডা তার ভূখণ্ডে খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের আশ্রয়প্রশ্রয় দিচ্ছে। একটি স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্র গঠনে গণভোট আয়োজনের জন্য নিজ্জর কাজ করছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। ভারতের কাছে তিনি নেহাতই একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ছিলেন না, একজন অভিযুক্ত সন্ত্রাসীও ছিলেন। ২০০৭ সালে পাঞ্জাবের সিনেমা হলে বোমা হামলাসহ একাধিক হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারত সরকার তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছিল। নয়াদিল্লি অনেক দিন ধরেই অটোয়ার বিরুদ্ধে তার নিরাপত্তা উদ্বেগকে উপেক্ষা করার অভিযোগ করে আসছে। ১৯৮৫ সালে কানাডা থেকে ছেড়ে আসা একটি এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটে শিখ উগ্রপন্থীরা বোমা হামলা চালিয়েছিল। ওই হামলায় বিমানে থাকা ৩২৩ জন যাত্রী মারা গিয়েছিলেন। ওই যাত্রীদের অধিকাংশই ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিক। সেই মামলায় বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও মাত্র একজন দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনিও পরে মুক্ত হন। নরেন্দ্র মোদির সরকার দৃশ্যত বিশ্বকে এই বার্তা দিতে চাইছে, ভারত তার নিরাপত্তা ইস্যুতে যেকোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না। রাজনৈতিক কারণে কানাডায় বসবাসরত শিখদের সমর্থন ট্রুডোর দরকার। সে কারণে তিনি নিজ্জর ইস্যুতে শিখদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আবার একই সঙ্গে তাঁর পদক্ষেপ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এনেছে। সেটি হলো পশ্চিমারা তাদের মিত্রদেশগুলোকে তাদের অভ্যন্তরীণ স্বার্থ উদ্ধারে কতটুকু সহিংস হতে দেবে? শুধু যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ভারতকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কানাডার আইন ও শাসন কি বলির পাঁঠা হবে? এই পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করেছে। সদ্যসমাপ্ত জি২০ সম্মেলনে বাইডেন মোদির প্রশংসা করেছেন। সে কারণে নিজ্জর ইস্যুতে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিতে পারছেন না। অন্যদিকে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। ভারত ইতিপূর্বে পাকিস্তান থেকে উদ্ভূত হুমকি মোকাবিলায় পশ্চিমের সহানুভূতি পেয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা সমাজে মিশে যাওয়া শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি ভারতের আক্রমণকে তারা অতটা সহজভাবে নেবে বলে মনে হয় না।

মনিপুর আবারও ফুঁসে উঠেছে, ফের কারফিউ জারি

মনিপুর রাজ্যে দুই ছাত্রছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। রাজধানী ইম্ফলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে মঙ্গলবারের মতোই। সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে আবারও ইম্ফলে কারফিউ জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন আরও ছয়মাসের জন্য জারি করার কথা ঘোষণা করেছে সরকার।

সৌম্য গোরাই
প্রাবন্ধিক

গত জুলাই মাসে ইম্ফলের দুই ছাত্রছাত্রী নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সম্প্রদায়ের। প্রায় চার মাস বন্ধ থাকার পরে গত শনিবার রাজ্যে ইঃটারনেট পরিষেবা চালুর পরে সোমবার ওই দুই ছাত্রছাত্রীর নৃশংস মৃত্যুর ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। ভাইরাল হওয়া একটি ছবিতে দেখা গেছে ওই দুই ছাত্রছাত্রী জড়োসড়ো হয়ে ঘাসের ওপরে বসে আছে আর পিছনে বন্দুকধারী দুই ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে। এর পরের ছবিটিতে ওই দুই ছাত্রছাত্রীর মৃতদেহ দেখা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং ঘোষণা করেছেন যে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বা সিবিআই ইতোমধ্যে ঘটনার তদন্ত হাতে নিয়েছে। বুধবার দিল্লি থেকে সিবিআইয়ের একটি দল ইম্ফল পৌঁছেছে।

ইম্ফলের স্থানীয় সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবারে দিনের বেলা বিক্ষোভে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আনা গেলেও রাতে আবারও বিক্ষোভ শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে এগোনোর চেষ্টা করছিলেন।

বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছেই কাংলা দুর্গের সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভের প্রথম দিনেও লাঠি চার্জ আর কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়েছে পুলিশ। বুধবারও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে লাঠি চার্জ আর কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়েছে পুলিশ। গত দুদিনের বিক্ষোভে স্কুলের পোশাক পরেই ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমেছিল, সঙ্গে ছিল কলেজ ছাত্রছাত্রীরাও। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বলছে মঙ্গলবারের বিক্ষোভে অন্তত ৫০ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

বুধবারের বিক্ষোভের পরেই ইম্ফলে ফের কারফিউ জারি করে দেওয়া হয়েছে। এই বিক্ষোভের জেরে মঙ্গলবার থেকেই আবারও

ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার বিকেলে মনিপুরের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এক ঘোষণায় জানিয়েছে যে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন মনিপুরের ১৯টি থানা এলাকা বাদে বাকি সব জায়গায় আরও ছয় মাসের জন্য চালু থাকবে। এই আইন জারি করা হচ্ছে মূলত পার্বত্য এলাকায়, যেখানে সংখ্যালঘু কুকি সম্প্রদায়ের বসবাস।

বিতর্কিত এই আইনে সেনাবাহিনীকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সৈন্যরা ভুল করেও কোন বেসামরিক লোককে হত্যা করলে এর জন্য কোন সেনা সদস্যের সাজা হয় না। উত্তরপূর্ব ভারতের অনেক রাজ্যেই এই আইনটি কার্যকর আছে।

অন্যদিকে, মণিপুরে প্রায় পাঁচ মাস ধরে চলা জাতিগত সহিংসতার সময়ে আদিবাসীদের হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনাগুলির সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে কেন দেরি করল সরকার, সেই প্রশ্ন তুলে চুড়াচাঁদপুরে বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী সংগঠনগুলি।

মনিপুরের সংখ্যাগুরু মেইতেই গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে তপশীলি উপজাতি বা এসটি তালিকাভুক্ত হওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল। তাদের বসবাস মূলত ইম্ফল উপত্যকায়।

এদিকে পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করেন যে আদিবাসীরা, তাদের একটা বড় অংশ মূলত কুকি চিন জনগোষ্ঠীর মানুষ। সেখানে নাগা কুকিরাও যেমন থাকেন কিছু সংখ্যায়, তেমনই আরও অনেক গোষ্ঠী আছে।

মেইতেইরা তপশীলি উপজাতির তকমা পেয়ে গেলে পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ বঞ্চিত হবেন, এই আশঙ্কা ছিলই।

কিন্তু ৩রা মে, হাইকোর্ট মেইতেইদের তপশীলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি সরকারকে বিবেচনা করতে বলে।

তার বিরুদ্ধে পাহাড়ি উপজাতি জনগোষ্ঠী বিক্ষোভ মিছিল করে বুধবার। সহিংসতার শুরু সেখান থেকেই, যা খুব দ্রুত পুরো রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়ে।

তপশীলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ আসার আগে থেকেই অবশ্য সরকারের এবং মেইতেইদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন পাহাড়ি উপজাতিরা। ওইসব পাহাড়ি বনাঞ্চল থেকে সরকার 'বেআইনি দখলদার' সরাতে শুরু করেছিল সম্প্রতি। এগুলি সবই নাগা এবং কুকিদের বসবাসের এলাকা ছিল।

সহিংসতা শুরু হতেই কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী এবং সেনা মোতায়েন করা হয় মনিপুরে। তাও কুকি এবং মেইতেদের মধ্যে সংঘর্ষ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি।

আপাতত কুকিপ্রধান এলাকা ও মেইতেই প্রধান এলাকা ভাগাভাগি হয়ে আছে, মাঝে অবস্থান নিয়েছে সেনাবাহিনী।

পুলিশের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া প্রচুর অস্ত্র এখন দুই সম্প্রদায়ের বেসামরিক নাগরিকদের হাতে রয়েছে। তারা সেগুলো নিয়েই নিজনিজ এলাকা পাহারা দিচ্ছেন।

জুলাই মাসে দুজন কুকি মহিলাকে প্রকাশ্য রাস্তায় নগ্ন করে ঘোরানোর একটি ভিডিও সামনে আসে। মনিপুরের সঙ্গেই গোটা ভারতেই ব্যাপক প্রতিবাদ হয় সেই ঘটনার।

ভিডিওতে দেখা যায়, মণিপুরের রাস্তায় কুকি-জোমি সম্প্রদায়ের দু'জন নারীকে নগ্ন করে একদল লোক রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের ক্রমাগত যৌন লাঞ্ছনা করা হচ্ছে।

দু'জন নারীর একজনের বয়স ছিল মাত্র কুড়ি-বাইশ, অন্যজনের চল্লিশের আশেপাশে। ভিডিওতে দেখা যায়, জনতার মধ্যে অনেকেই ওই নারীদের শরীরের বিভিন্ন অংশ খামচে ধরছে। এরপর তাদের জোর করে একটি চাষের ক্ষেতের দিকে টেনে নিয়ে যেতেও দেখা যায়।

অভিযোগ, তুলনায় কম বয়সী মেয়েটিকে প্রকাশ্য দিবালোকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে গণধর্ষণ করা হয়েছিল।

ইউক্রেন যুদ্ধের ক্লান্তি জেঁকে বসেছে কি পশ্চিমে

স্টিফেন উলফ ও তিতেনা মালিয়ারেনকা

ইউক্রেনে রাশিয়া সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর প্রায় ৬০০ দিন পেরিয়ে গেছে। এই যুদ্ধ কার কত সহনশীলতা, সেই পরীক্ষায় ফেলেছে। একই সঙ্গে ইউক্রেনকে সমর্থন জোগানো পশ্চিমাদেরও পরীক্ষায় ফেলেছে এই যুদ্ধ। বিষয়টি আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে ভলোদিমির জেলেনস্কির সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর। সফরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এ ছাড়া ইউক্রেনকে দেওয়া সমর্থনের ব্যাপারে ইউরোপে উত্তেজনা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

এ মুহূর্তে ইউক্রেনীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ চলমান। সম্ভবত তীব্রতাও বেড়েছে। দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ইউক্রেনকে যত দিন প্রয়োজন, তত দিন সমর্থন দিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারের ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছিল। সম্প্রতি তাতে গুরুতর ফাটল সৃষ্টির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। জেলেনস্কির উত্তর আমেরিকা সফর শুরু হয় নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য দেওয়ার মধ্য দিয়ে। বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে তিনি আবেগঘন ভাষায় আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্বব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখা এবং তাঁর দেশকে সমর্থন দেওয়ার আবেদন জানান।

সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে দেশগুলো বড় ধরনের সমর্থন দিলেও যুদ্ধ কীভাবে শেষ হবে, সেই প্রশ্নে তাদের মধ্যে অস্পষ্টতা আছে।

এ ক্ষেত্রে দুটি শিবির রয়েছে। পশ্চিমা নেতাদের অনেকে ইউক্রেন সরকারের অবস্থানকে সমর্থন দিচ্ছেন। তাঁরা মনে করেন, রাশিয়া ইউক্রেনের কাছ থেকে যতটা ভূমি দখল করে নিয়েছে, তার পুরোটাই ফেরত পেতে হবে। অন্যরা (এর মধ্যে বৈশ্বিক দক্ষিণের অসংখ্য দেশ আছে) দুই পক্ষের সংলাপ এবং সহিংসতার সমাপ্তি চান।

একই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পেলাম জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে উন্মুক্ত বিতর্কের সময়ে। জেলোনস্কি ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের মধ্যে যে তুমুল বিতর্ক হবে, সেটা অনুমেয় ছিল। কেননা, যুদ্ধের গতিধারা নিয়ে দুই পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোটাই আলাদা।

কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক শেষ হওয়ার আগেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল নাগোরনো-কারাবাখ সংকটের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। এর মধ্য দিয়ে এই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়, ইউক্রেনই একমাত্র জরুরি বৈশ্বিক অ্যাজেন্ডা নয়।

নিউইয়র্ক থেকে জেলেনস্কি ওয়াশিংটনে যান। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আরও ৩২৫ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা নিশ্চিত করেন। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের ক্ষমতাবলে যে অর্থ বরাদ্দ দিতে পারেন, সেখান থেকে এই সহযোগিতার জোগান আসতে পারে। কিন্তু ইউক্রেনের জন্য ২৪ বিলিয়ন ডলারের যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, সেটা দিতে গেলে কংগ্রেসের অনুমতি প্রয়োজন। রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে প্রতিনিধি পরিষদের নেতা কেভিন ম্যাকার্থি এ বছর শেষ হওয়ার আগে এসংক্রান্ত বিল উত্থাপন করবেন বলে মনে হয় না।

প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের যৌথ অধিবেশনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ভাষণ দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন ম্যাকার্থি। এ ঘটনা এই লক্ষণ প্রকাশ করছে যে ইউক্রেনকে সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে বাইডেন প্রশাসনের যে উৎসাহ, তাতে ভাটা দিতে রিপাবলিকানদের মধ্যে প্রতিরোধ বাড়ছে।

জেলেনস্কি ও তাঁর নীতির ওপর খোলাখুলি আক্রমণ ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের তাক লাগানো ভাবমূর্তিকে খাটো করছে। পশ্চিমা বিশ্বে ইউক্রেন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও খরচ নিয়ে যখন অস্বস্তি বাড়ছে, ঠিক তখনই জেলেনস্কিকে নিয়ে এই সমালোচনা হচ্ছে।

কানাডা সফরে গিয়ে জেলেনস্কি দলনিরপেক্ষভাবে উষ্ণ অভ্যর্থনা পান। ইউক্রেনকে নতুন করে ৪৮২ দশমিক ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সামরিক সাহায্য দিচ্ছে কানাডা। এদিকে ইউরোপে কিয়েভের তিন প্রতিবেশী হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও স্লোভাকিয়া ইউক্রেন থেকে শস্য আমদানি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। পোল্যান্ড আরও এক ধাপ বাড়িয়ে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে। এ ঘটনাকে জেলেনস্কি 'রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ' বলে সমালোচনা করে বলেছেন, এটা মস্কোর জন্য উপহার। পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের মধ্যে শস্য নিয়ে বিতর্ক কয়েকবার উসকে উঠেছিল। এ নিয়ে উত্তেজনা কখন তুঙ্গে উঠবে, সেটাই ছিল প্রশ্ন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইউক্রেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার পথে আরও অন্য বিষয়ের সঙ্গে এটিও বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইউক্রেনের নিজেদেরই কিছু সক্ষমতা রয়েছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের উরসুলা ভন ডের লেন তাঁর ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বাৎসরিক ভাষণে যার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'সক্ষমতার ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার (ইউরোপীয় ইউনিয়ন)'। তিনি স্বীকার করেন, 'এর মধ্যেই ইউক্রেন বড় অগ্রগতি দেখিয়েছে।' যাই হোক, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে দর কষাকষির সুযোগ এ সংক্রান্ত গঠিত কমিটির ইতিবাচক সুপারিশের আগপর্যন্ত শুরু হবে না। ২০২২ সালের জুনে ইউক্রেনকে প্রার্থী সদস্যের মর্যাদা দেওয়ার সময় সাতটি শর্ত দিয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এ বছরের শেষ নাগাদ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

দর কষাকষির আলোচনা শুরু হলে ইউক্রেনের সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যদেশগুলো অনেক বড় ভূমিকা রাখবে। পোল্যান্ডের সঙ্গে চলমান বিভক্তি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ইউক্রেনের সামনে বড় বাধা অপেক্ষা করছে। যদিও ইউরোপীয় কমিশনের কৃষি নীতির কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ের কারণে এমনিতেই ইউক্রেনের সদস্যপদ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাতেউস মোরাউইকি খুব পরিষ্কারভাবে ইউক্রেনীয় রপ্তানিকারকদের হাত থেকে তাঁর দেশের কৃষকদের রক্ষা করতে চান। কেননা, ইউক্রেনীয় রপ্তানিকারকেরা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় অভ্যস্ত নন। ইউক্রেন ইইউর সদস্যপদ পেলে পোল্যান্ডের সামনে আরেকটি চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। পূর্ব ইউরোপের সদস্যদেশগুলোর মোড়ল হিসেবে থাকতে চায় তারা। জেলেনস্কি ও তাঁর নীতির ওপর খোলাখুলি আক্রমণ ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের তাক লাগানো ভাবমূর্তিকে খাটো করছে। পশ্চিমা বিশ্বে ইউক্রেন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও খরচ নিয়ে যখন অস্বস্তি বাড়ছে, ঠিক তখনই জেলেনস্কিকে নিয়ে এই সমালোচনা হচ্ছে। এটা বলা যাবে না যে ইউক্রেন চলমান পাল্টা অভিযানে থেকে অগ্রগতি অর্জন করেনি। সর্বসম্প্রতি, দক্ষিণাঞ্চলে ইউক্রেনীয় বাহিনী অর্জন পেয়েছে। ক্রিমিয়ায় অবস্থিত রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর নৌবহরের সদর দপ্তরে হামলা চালাতে সক্ষম হয় তারা। কিন্তু এই যুদ্ধে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এ ধরনের ছোটখাটো অর্জন তেমন কোনো অর্থ বহন করে না। এখন পর্যন্ত পশ্চিমা সহযোগিতা ইউক্রেনকে প্রতিরক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু ইউক্রেনের জয় নিশ্চিতের জন্য সেটা যথেষ্ট নয়।

সাময়িকী

নৈসর্গিক আনন্দে বিভোর হতে সিকিম যাত্রা

মো. জাহিদ হাসান
কলামিস্ট

সুবিশাল পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে হিমশীতল ঝিরিঝিরি হাওয়ার অনুভূতি নেওয়ার এক অদ্ভুত স্থান হচ্ছে সিকিম। নিসর্গের অসীমতায় ভেসে বেড়াব আর চোখ মেলে ধরব নীল আকাশের বিশালতা। আমাদের দেশে শীত পেরিয়ে তখন বসন্তের আগমন। ফাগুনের গরম হিমেল হাওয়া প্রকৃতিতে বইতে শুরু করেছে। ভারতের সিকিম ও দার্জিলিং রাজ্য ঘোরার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সমতল ভূমির চা বাগানে পেরিয়ে আরও বেশ কয়েক মাইল যেতেই দেখা মিলল সবুজ পাহাড়। পড়ন্ত বিকালে উঁচু পাহাড়ি রাস্তায় যখন আমাদের গাড়ি এঁকেবেঁকে চলছে, তখন নিচের দিকে তাকিয়ে দেখা মিলল পাথুরে স্বচ্ছ হ্রদ। দুপাশে পাহাড় আর মাঝে বয়ে চলা হ্রদের পানির গভীরতা না থাকলেও আছে স্রোতের তীব্রতা। স্বচ্ছ নীলাভ জলের খরস্রোতা লেকের মাঝে পড়ে থাকা বিশাল বিশাল পাথর খণ্ডে ধাক্কা খেয়ে নিজের গতিপথ পরিবর্তন করে এগিয়ে যাচ্ছে দুরন্ত গতিতে। মাঝে মাঝে দেখা মিলছে বন্য বানরের। ওরা উপদলে বিভক্ত হয়ে রাস্তার বাঁকে বাঁকে বসে আছে। র‍্যাম্পো হলো সিকিম রাজ্যের দূতাবাসের মতো। এর পর আছে গ্যাংটক। গ্যাংটকের কাছাকাছি এসে পৌঁছালে যেন বড় বড় পাহাড়ের দেখা মিলছে আর পাহাড়গুলো নিজেদের রূপবৈচিত্র্য মেলে ধরছে ভিন্ন আঙ্গিকে। গ্যাংটকের রাস্তায় ধূমপান, আবর্জনা ফেলা এবং থুতু ফেলা আইনত নিষিদ্ধ। রাস্তার মাঝখানের বাগান পরিপূর্ণ করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার ঝুলন্ত টপ ও মাটিতে বপন করা ফুল ও সৌন্দর্য বধনকারী গাছের সমাহারে। গাছের প্রতিটি ডাল ও পাতায় বিভিন্ন রং বেরঙের লাইটিং করে রাস্তার সৌন্দর্যের মাত্রা যেন আরও বাড়িয়ে দেয়। কিছুদূর পর পর বাগানের মাঝে স্থাপন করা হয়েছে কৃত্রিম ঝর্ণা। বাগানের গা ঘেঁষে দুধারে রাখা বেঞ্চগুলোতে বসে ভ্রমণকারীরা বসে আছে, কেউবা সেলফি তোলায় ব্যস্ত। এ ছাড়া সাঙ্গু লেকের বরফও একটি সুন্দর দৃশ্য যেটি সমতল ভূমি থেকে ১২ হাজার ৫০০ ফুটের অধিক উচ্চতায় অবস্থিত। সাদা বরফে আচ্ছাদিত থাকার আকর্ষণই মূলত আমাদের পর্যটক বানিয়ে এত দূর টেনে নিয়ে এসেছে, যা শহর থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সাঙ্গু লেকে যেতে আগে থেকেই অনুমতি নিয়ে আমরা সকাল ৮টায় যাত্রা শুরু করলাম। অবশেষে সাঙ্গু লেকে পৌঁছে দেখতে পেলাম প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রমণপিপাসু মানুষের হাট বসেছে। সুউচ্চ উপত্যকাটির কোলে একটি ডিম্বাকৃতির হ্রদ। সম্ভবত তার পরিধি মাইলখানেকের মতো হবে। এখানে লেকে জল উপচে পড়ছে। হ্রদটির ওপরের মাথায় একটা বিশাল পাহাড়ের বিশাল উঁচু চূড়া। মাথা উঁচু করে ওপরের পাহাড়ের দিকে চোখে মেলে দৃষ্টির ক্যামেরায় ধরা পড়ল পাথরের ওপর বড় বড় বরফ খণ্ড পড়ে এক অন্য রকম সাজে সজ্জিত হয়ে আছে স্থানটি । সাঙ্গু লেকের স্বচ্ছ নীলাভ জলের ওপরে থাকা মেঘের কুহেলিকাগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো। লেকের কোলঘেঁষে থাকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বড় পশমওয়ালা তিব্বতি গরু। কেউ চমরীগাই বা ইয়াকের পিঠে চড়ে সাঙ্গু লেকের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ ক্যাবলকারে চড়ে শোঁ শোঁ করে লেকের পাশে থাকা পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে যাচ্ছে, আবার কেউবা বরফ হাতে নিয়ে খেলছে। এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বরফাচ্ছন্ন পরিবেশ যে কোনো ভ্রমণপিপাসুকে মুহূর্তে মাতাল করে তুলবে। সাঙ্গু লেক দেখার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ক্যাবল কার রাইড এ উঠে ওপরে যাওয়া। জানতে পারলাম, এখানকার ক্যাবল কারে চড়ে লেকসহ আশপাশের বিস্তৃত এলাকার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সাঙ্গু লেকের পাশে থাকা রোপওয়েতে ক্যাবল কারে চড়ে চূড়ার শিখরে উঠতে জনপ্রতি ৩২৫ রুপি গুনতে হয়। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানোর পর দেখতে পেলাম বিশাল বিশাল কৃষ্ণ বর্ণের পাথর খণ্ডগুলো বরফ খণ্ড মাথায় নিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের চূড়ায় তাপমাত্রা মাইনাস ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস চলছে। বরফে ঢাকা পাহাড়ের সৌন্দর্যই অন্যরকম। হিমেল ঠাণ্ডা হাওয়া সাঙ্গু লেকের আকাশ মেঘলা হয়ে আছে, বরফের ছোট ছোট কুঁচিগুলো আমাদের মাথায় পড়ছে। সাঙ্গু লেকে ইয়াকের পিঠে চড়ে লেকের চারদিকে এক পাক খেতে ৬৫০ রুপি আর শুধু পিঠে বসে ছবি উঠাতে ১০০ রুপি লাগে। অন্য পর্যটকদের ইয়াকের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে নিজেরও লোভ হলো তুলতুলে ইয়াকের পিঠে বসে পড়লাম । সাঙ্গু লেক থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে ভারত চীন সীমান্তের নাথুলা পাসের অবস্থান হলেও আঁকাবাঁকা রাস্তার কারণে সীমান্তে পৌঁছতে প্রায় ১৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল নাথুলা পাস, জিরো পয়েন্টে গিয়ে আরও বেশি সাদা বরফের মধ্যে আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে নেওয়ার। এই সময় ভারতীয় নাগরিক ছাড়া কোনো বিদেশিদের এই সীমান্তে যাওয়ার অনুমতি নেই।

জানা অজানা

তিনটি ধারা

সুনীল কুমার দে

ঠাকুর,মা,স্বামীজি যেন আমাদের জীবনের তিনটি রস ধারা।ঠাকুর অর্থাৎ রামকৃষ্ণ দেব।মা অর্থাৎ সারদাদেবী।আর স্বামীজী অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুর ভক্তি রস,মা করুন রস আর স্বামীজি বীর রস।ঠাকুর কে যখন ভাবি ও চিন্তা করি তখন মনে ভক্তি ভাব জেগে উঠে।ভগবান কে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।ভগবানের নাম গান ও সাধন ভজন করতে ইচ্ছে করে।মায়ের কথা যখন ভাবি তখন জীবন টা দয়া,মায়া, মমতা,ও করুণায় ভরে যায়। তখন ভালো মন্দ,পাপী ধার্মিক সকল মানুষ কে ভালো বাসতে ইচ্ছে করে।আর স্বামীজীর কথা যখন ভাবি তখন মনে তেজ,সাহস,শক্তি দেশভক্তি, সেবা,ত্যাগের ভাবনা জেগে উঠে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইচ্ছে করে।আসলে একই শক্তির তিন রূপ। আমাদের জীবনে তাই তিনটিরই প্রয়োজন পূর্ন জীবন লাভ করার জন্য।মূল ভাবটি হলো মায়ের কথায়, যখন যেমন,তখন তেমন,যেখানে যেমন সেখানে তেমন,যাকে যেমন তাকে তেমন।এই ভাবটি ধরে থাকতে হবে।সুতরাং স্বামীজি আমাদের পথ,মা আমাদের শক্তি,ঠাকুর আমাদের লক্ষ্য।স্বামীজীর পথ ধরে,মা সারদাকে সাথে নিয়ে রামকৃষ্ণ লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাতে হবে।

সারদা মা বলেছেন, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন সেদিন থেকে সত্য যুগ শুরু হয়ে গেছে।তিনি অবতার ও ভগবান।তিনি মানুষ কে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।তিনি মুক্তি লাভের অনেক সরল উপায় বলে দিয়ে গেছেন।তাঁকে ধরে থাকলেই হলো।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,তোরা সব বাড়া ভাতে বসে যা।অর্থাৎ তিনি আমাদের জন্য অনেক সাধন ভজন করে গেছেন,আমাদের কিছু করতে হবে না,শুধু তাঁর নাম করলেই হবে।স্বামীজী বললেন,,, সারা পৃথিবী ঘুরে এলাম কিন্তু রামকৃষ্ণের জুড়ি নেই।তিনি অবতার বরিষ্ঠ,তাঁকে বোঝার উপায় নেই,কেবল তাঁকে ধরে থাকলেই হলো,ঠিক সময়ে তিনি আমাদের পারে নিয়ে যাবেন।এখন আর কলিযুগ নেই সত্য যুগ চলছে,বেশি খাটতে হবে না,নামে রুচি ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকলেই হলো।তাই আমাদের স্বামীজীর পথে,মাকে ধরে ঠাকুরের কাছে পৌঁছাতে হবে।

পাঠকের চিঠি

হাতী নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ

আজ আপনাদের কে কথামৃতের একটি ছোট্ট গল্প শোনাবো।ঠাকুর গল্পের ছলে ও হাঁসির ছলে ভক্তদের উপদেশ দিতেন ও ধর্মের গভীর তত্ত্ব গুলো কে জলের মতো পরিস্কার করে দিতেন যা ভক্তদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হতো।ঠাকুরের কথা গুলো খুবই হৃদয়গ্রাহী, যুক্তি পূর্ন ও বিজ্ঞান ভিত্তিক যা কাটবার জো নেই।আমরা বলে থাকি ঘটে ঘটে নারায়ণ আছে।কিন্তু এই ভাবটা আমাদের সবসময় মনে থাকে না তাই অনেক সময় আমরা বিপদে পড়ে থাকি।ঠাকুর এ নিয়ে একটা গল্প বলেছেন। একজন গুরু তার শিষ্য কে শিক্ষা দিলেন সর্বভূতে নারায়ণ আছে তাই সবাই কে প্রণাম করবি ও ভালোবাসবি।কাউকে ঘৃণা করবি না ও হিংসা করবি না।একদিন শিষ্য গুরুর সাথে দেখা করতে আসছে।পথে এক পাগলা হাতির সাথে দেখা।উপর থেকে মাহুত বলছে,,,পালাও পালাও,হাতী পাগল হয়েছে, রাস্তায় কেউ থেকো না।হাতী মেরে ফেলবে।শিষ্য ভাবছে,কেন,আমি পালাবো কেন।আমাদের গুরুদেব বলেছেন, সর্বভূতে নারায়ণ আছে, তাই হাতী ও নারায়ণ আর আমিও নারায়ণ।সুতরাং নারায়ণ কি নারায়ণের ক্ষতি করতে পারে।এই ভেবে শিষ্য টি রাস্তা ছাড়লো না।পাগলা হাতী টি এসে শুঁড়ে ধরে তাকে দূরে ফেলে দিলো।খুব জোরে আঘাত লাগলো তাকে । মনে মনে খুব রাগ হলো তার,গুরুদেব তাকে ভুল শিক্ষা দিয়েছেন, এখুনি গিয়ে বলতে হবে।শিষ্য টি গরগর করতে করতে গুরুর কাছে পৌছালো।গুরুদেব তার কুশল মঙ্গল জিজ্ঞেস করলেন।শিষ্য টি ঘটনা টি গুরুদেব কে বললো।গুরুদেব উত্তরে বললেন, দেখ বাবা,আমি তোমাকে ভুল শিক্ষা দিনি।তুমিও নারায়ণ,হাতী ও নারায়ণ,কিন্তু হাতির উপরে বসে মাহুত নারায়ণ যে তোমাকে সাবধান করছিলো সেই নারায়ণের কথা তুমি শুনলে না কেন।সেই নারায়ণের কথা শুনে থাকলে তোমার এই অবস্থা হতো না।শিষ্য তখন চুপ হয়ে গেল।ঠাকুর গল্পের মাধ্যমে কত সুন্দর ভাবে গভীর তত্ত্ব টি পরিবেশন করলেন।ঠাকুর তাই সবসময় ভক্তদের বলতেন,,ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মিজোরাম পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার তথা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রনিতা শর্মার দেহাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে ইহলীলা ত্যাগ করলেন মিজোরাম পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার তথা অসমের শিলচর শহরের বিশিষ্ট সমাজকর্মী প্রায় ৬৭ বছর বয়সের প্রনিতা শর্মা (মায়া)। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কর্কট রোগে আক্রান্ত ছিলেন। প্রায় ৮ বছর আগে এই রোগ ধরা পড়েছিল। এরপর ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর পর ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু গত কয়েকমাস আগে হঠাৎ এই ভয়াবহ রোগটি পুনরায় শরীরে ধরা পড়ে। এরপর বরাক উপত্যকার শিলচরে চিকিৎসা চলছিল সমাজে জনপ্রিয় 'কাকিমা'র। তবে অসুস্থতা চরমে পৌঁছানোর পর থেকে শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের পাশে থাকা দুর্গাপল্লী এলাকায় স্থিত নিজের বাড়িতেই ছিলেন প্রনিতা শর্মা। গত কয়েকদিন ধরে গুরুতর অসুস্থতার জেরে খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে বুধবার সন্ধ্যা ৭.২০ নাগাদ মায়ার সংসার ছেড়ে মুক্ত হয়ে যান মায়া। মৃত্যুর সময় তিনি স্বামী সুব্রত শর্মা, কন্যা সংগীতা শর্মা, পুত্র মৃত্যুঞ্জয় শর্মা এবং মৃন্ময় শর্মাকে রেখে গেছেন। স্থানীয় এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রনিতা শর্মার মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া পড়েছে।

সুকসারী স্কুল মাঠে জেবিকেএসএস আয়োজিত বার্ষিক করম মহোৎসব

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ প্রতি বছরের মতো, ঝাড়খণ্ডি ভাষা খাতিয়ানি সংগ্রাম সমিতির দ্বারা বার্ষিক করম মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার চান্ডিল মহকুমা এলাকার সুকসারি মাঠে। আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে করম আখড়ার উদ্বোধন করেন রসুনিয়া পঞ্চায়েত প্রধান মঙ্গল মাঝি। কর্মসূচিতে বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন। করম মহোৎসব আখড়ায় বিভিন্ন এলাকার মোট ১২টি করম দল অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী বিজয়ী করম দল যারা করম আখড়ায় ভালো পারফর্ম করেছে তাদেরকে নগদ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। যেখানে প্রথম স্থান অধিকারী করম দলকে নগদ ৯,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী করম দলকে ৭,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী করম দলকে ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণকারী সকল করম দলকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঝাড়খণ্ডি ভাষা খাতিয়ানি সংগ্রাম সমিতির সক্রিয় সদস্য ও ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো এবং জেবিকেএসএস এর কোলহান শেরনি বেবি মাহাতোকে বাদ্যযন্ত্র ও ফুলের বর্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে ঝাড়খণ্ডি ভাষা খতিয়ানী সংগ্রাম সমিতির গোপেশ মাহাতো বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতিকে মানুষের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আমাদের সংস্কৃতি তুলে ধরতে প্রতি বছর করম মহোৎসব আখড়ার আয়োজন করা হয়। করম মহোৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইচাগড় বিধানসভার জনপ্রিয় সমাজকর্মী বিশ্বরঞ্জন মাহাতো উরফ কার্তিক মাহাতো, খগেন মাহাতো, সোনু মাহাতো, কৃষ্ণ মাহাতো, ঘোড়ানেগী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছুটুলাল মাহাতো, সমাজকর্মী সহ সক্রিয় সদস্য জেবিকেএসএস মহম্মদ জাওয়াদ, ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনকারী সহ সমাজকর্মী সুনীল মাহাতো, গোপেশ মাহাতো প্রমুখ করম মহোৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর ছত্রিশগড় রায়পুরে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ভারতের দুই দিনের উচ্চ স্তরের জাতীয় বৈঠক সম্পন্ন

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪২ সংশোধন করে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের তফসিলি উপজাতি তালিকা থেকে নাম কর্তনের মূল দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব সংগঠনটি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ছত্রিশগড় রায়পুরে গত ২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ভারতের দুই দিনের উচ্চ স্তরের জাতীয় বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দেশের মোট ৩৫ জন কেন্দ্রীয় সদস্য অংশ অংশ নিয়েছেন। অসম থেকেও প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ভারতের সেন্ট্রাল কোর কমিটি মেম্বার তথা জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ অসম প্রদেশের সহ যুগ্ম আহবায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনুদ কুমবেংঙ্গ।

উল্লেখ্য ২০০৬ সাল থেকে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ভারত সারা দেশের তফসিলি উপজাতি ব্যক্তিদের সাংবিধানিক অধিকার, ভাষা, ধর্ম সংস্কৃতি এবং পরম্পরার সুরক্ষার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ৫০ হাজারের অধিক উপজাতি গ্রামের ৭ লক্ষাধিক ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগসূত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের মূল দাবি হলো সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪২ সংশোধন করে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের তফসিলি উপজাতি তালিকা থেকে নাম কর্তন করা। কারণ সংবিধানের এই ধারার মূল উদ্দেশ্য ছিল উপজাতি ব্যক্তিদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, পরম্পরা সংরক্ষণ করা।

জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ভারতের সেন্ট্রাল কোর কমিটি মেম্বার তথা জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ অসম প্রদেশের সহ যুগ্ম আহবায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনুদ কুমবেংঙ্গ ছত্রিশগড় রায়পুরে গত ২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সংগঠনটির দুই দিনের কার্যসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করিয়েছেন। তিনি বলেন ১৯৬৭-১৯৭০ সালে কংগ্রেস সাংসদ স্বর্গীয় কার্তিক ওরাং ৩৫০ জন সাংসদদের সমর্থনের স্বাক্ষরযুক্ত এক বিল উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অতি কৌশলে সংসদীয় অধিবেশন স্থগিত করে দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত সেই বিল ঠিক সেভাবেই থেকে গেছে। এর ফলেই ধর্মান্তরন বর্তমান উপজাতি সমাজের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। এটা শুধুমাত্র উপজাতির ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি পরম্পরার অস্তিত্বে হুমকি আনেনি। বরং এটা দেশের অখণ্ডতায় এক ভয়ানক হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ অসম প্রদেশের সহ যুগ্ম আহবায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনুদ কুমবেংঙ্গ বলেন ২০১০ সালে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ২৯ লক্ষ উপজাতি ব্যক্তিদের স্বাক্ষর নিয়ে এক স্মারকপত্র তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিলের কাছে অর্পণ করেছিল। এরপরেই ধারাবাহিকভাবে সারাদেশ জুড়ে উপজাতি গ্রাম, পঞ্চায়েত, খন্ড, জেলা এবং রাজ্য পর্যায়ে সজাগতা সভা, কর্মশালা, মিছিল ইত্যাদি আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি জানান ইতিমধ্যে ২২১টি জেলায় রেলি, ৮ টি রাজ্যে রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ২০২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে আরও বারটি রাজ্যে রেলি আয়োজন করার প্রস্তুতি চলছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রধান রাজ্য অসমেও চলিত বছরের গত ২৬ মার্চ গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়ায় ৫৫ হাজারের অধিক উপজাতি ব্যক্তিদের সমাগমের মাধ্যমে চলো দিশপুর শীর্ষক বিশাল উপজাতির গণসমাবেশ সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের নেতা বিনুদ কুমবেংঙ্গ। তিনি বলেন এবার সারা দেশের উপজাতি ব্যক্তিদের সঙ্গে আগামী ২০২৪ সালে চলো দিল্লি সংসদ ঘেরাও আন্দোলন কার্যসূচির জন্য প্রস্তুতি তীব্র গতিতে অব্যাহত রয়েছে। এই প্রস্তাবিত আন্দোলনে দেশের ৭৫২টি তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায় থেকে প্রায় ৫ লক্ষ উপজাতি ব্যক্তি অংশগ্রহণ করবেন।

তিনি বলেন ডিলস্টিং এর দাবি উত্থাপন হওয়ার মধ্যে বহু কারণ রয়েছে। তফসিলি উপজাতির মর্যাদা ও সংরক্ষণ উপজাতিদের ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি পরম্পরা সুরক্ষা করার জন্য প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু প্রলোভনের মাধ্যমে অনৈতিকভাবে উপজাতি ব্যক্তিদের ধর্মান্তর করার অপকর্ম স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ধর্ম পরিবর্তন অর্থাৎ সংস্কৃতির পরিবর্তন। ধর্মান্তর হওয়া ব্যক্তিরা পূর্বজন্ম, বিবাহ মৃত্যু ইত্যাদি পালন করা প্রতিটি ধর্মীয় পরম্পরা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে তাদের ধর্মান্তরনের পর উপজাতির নামে এই সংরক্ষণ নিয়ে থাকাটি অসংবিধান। অন্যদিকে ক্রিশ্চিয়ান অথবা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া উপজাতি ব্যক্তিদের দ্বৈত সংরক্ষণ নেটে দেখা যায়। যেটা শুধুমাত্র অসংবিধানিক নয় বরং অনৈতিকো বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ভারতের সেন্ট্রাল কোর কমিটি মেম্বার তথা জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ অসম প্রদেশের সহ যুগ্ম আহবায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনুদ কুমবেংঙ্গ।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান বিপ্লবী ভগৎ সিংকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং এর জন্মবার্ষিকীতে, সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলার অধীনে নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই লুপুংডিহ নিমডিহে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল। এই অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পরিবর্তে দেশের স্বাধীনতার জন্য সহিংস বিপ্লবের পথ অবলম্বন করাকে তিনি অনুচিত মনে করেননি। তিনি মিছিলে অংশ নিতে শুরু করেন এবং অনেক বিপ্লবী দলের সদস্য হন। তাঁর দলের বিশিষ্ট বিপ্লবীরা ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ, সুখদেব, রাজগুরু প্রমুখ। ভগৎ সিং কাকোরি ঘটনায় ৪ জন বিপ্লবীর ফাঁসি এবং অন্যান্য ১৬ জনের কারাবাসের কারণে এতটাই বিরক্ত হয়েছিলেন যে ১৯২৮ সালে তিনি তার দল নওজওয়ান ভারত সভাকে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সাথে একীভূত করেন এবং এটিকে একটি নতুন নাম দেন, হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন। তিনি বলেন ভগৎ সিং ছিলেন ভারতের একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী। চন্দ্রশেখর আজাদ এবং অন্যান্য দলের সদস্যদের সাথে, তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য অভূতপূর্ব সাহসের সাথে শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকারের মুখোমুখি হন। প্রথমে লাহোরে বার্নি স্যান্ডার্সের হত্যা এবং তারপর দিল্লির কেন্দ্রীয় পরিষদে বোমা বিস্ফোরণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্ম দেয়। সমাবেশে বোমা নিক্ষেপের পরও তিনি পালাতে রাজি হননি। ফলস্বরূপ, ব্রিটিশ সরকার ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ তার অন্য দুই কমরেড রাজগুরু এবং সুখদেবের সাথে তাকে ফাঁসি দেয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধানত অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার, শান্তি রাম মাহাতো, পবন কুমার মাহাতো, দেবকৃষ্ণ মাহাতো, অজয় মন্ডল, গৌরব মাহাতো, শিশু মতি দাস, নিমাই মন্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জীবন সুন্দর করার জন্য রামকৃষ্ণদেব সৎসঙ্গ করতে বলতেন ঃ কমল কান্তি ঘোষ

চাঁপিডি তে সৎসঙ্গের আয়োজন করা হলো

চাঁপিডিঃ বিগত ২৭ শে সেপ্টেম্বর হাতার চাঁপিডি টলায় লোচনা মণ্ডল ও তপন মণ্ডলের বাড়িতে মাতাজী আশ্রমের সৎসঙ্গ করা হলো।সন্ধ্যা ৬ টার সময় ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও আরতি করলেন পণ্ডিত শুধাংশু শেখর মিশ্র।তারপর শঙ্কর চন্দ্র গোপ উপস্থিত ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে আলোক পাত করলেন।তারপর কমল কান্তি ঘোষ রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি বললেন,,জীবন কে সুন্দর করার জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব আমাদের সর্বদা সৎসঙ্গ করতে বলেছেন।সৎসঙ্গের মাধ্যমে ভগবত ভক্তির উদয় হয়।লোচনা মণ্ডল সারদা মায়ের জীবনী ও সুধাংশু মিশ্র স্বামীজীর জীবনী পাঠ করলেন।তারপর বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে ভক্তি গীতি পরিবেশিত হলো তাদের মধ্যে সুনীল কুমার দে,কমল কান্তি ঘোষ,ভাস্কর চন্দ্র গোপ,দেশাই সহদেব,সুব্রত মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,পতিত পাবন দাস,প্রবীর দাস,তড়িৎ মণ্ডল,বীথিকা মণ্ডল,রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,রেবা গোস্বামী,কমল মিশ্র,আশ্রমের মহিলা ভক্তগন ভাগ নিলেন।সব শেষ হরিনাম ও হরিলুট হলো।অনুষ্ঠানের শেষে সবাই কে প্রসাদ খাওয়ানো হলো।অনুষ্ঠান টিকে সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুলাল মুখার্জি,বিশ্বামিত্র খন্দায়েত,রবীন্দ্র নাথ দাস,প্রশান্ত মণ্ডল,তপন মণ্ডল,তরুণ মণ্ডল,তরুণ সরকার,সুবোধ মণ্ডল,সুদীপ মণ্ডল,নয়ন মণ্ডল,ঋষভ মণ্ডল,বীরেন মণ্ডল,মনি পাল,ব্রহ্ম পদ মরল, তরুণ দে,অর্জুন মুদি,বুলবুল মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,অমিত মণ্ডল,শিলা পালিত,অঞ্জলি মণ্ডল,ছবি মণ্ডল,নিত্যানন্দ মণ্ডল,বিমল মণ্ডল,বকুল মিশ্র,রিয়া মিশ্র,আরো অনেকেই।

প্রদেশ কংগ্রেসের চরে চরে যাত্রা নিয়ে এবার প্রতিক্রিয়া এআইইউডিএফ এর

চর এলাকা ছাড়া কংগ্রেসের যাওয়ার অন্য স্থান নেই, বিরোধী পক্ষের প্রত্যেক দলকে চর এলাকার জন্য শুভেচ্ছা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ১৪ দিনের চরে চরে যাত্রা নিয়ে এবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে এআইইউডিএফ। দলটির বিধায়ক মুজিবুর রহমান বলেন চর এলাকায় যাওয়ার নৈতিক অধিকার নেই কংগ্রেসের। একইভাবে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন চর এলাকা ছাড়া কংগ্রেসের যাওয়ার অন্য স্থান নেই। বিরোধী পক্ষের প্রত্যেক দলকে চর এলাকার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত চা বাগানে বাগানে প্রচার অভিযানের অন্ত পড়ার পর এবার পাহাড়ে পাহাড়ে, চাঙ্গে চাঙ্গে এবং চরে চরে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি ইতিমধ্যে বলেছেন ১৪ দিন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন চর এলাকায় সফর করবে কংগ্রেস। তাছাড়া তিনি বলেছেন কংগ্রেসের চা বাগান এলাকায় সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা শংকিত হয়ে পড়েছেন। এর কারণ কংগ্রেস চা বাগানে সাধারণ জনতার ব্যাপক সমর্থন পেতে সক্ষম হয়েছে। ফলে পরবর্তী পরিকল্পনা হিসেবে আগামী মাস থেকে কংগ্রেস পাহাড়ে পাহাড়ে, চাঙ্গে চাঙ্গে এবং গ্রামে গ্রামে যাত্রা করার পরিকল্পনা নিয়েছে কংগ্রেস। একইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন চরে চরে ১৪ দিন কংগ্রেসের তরফে ব্যাপকভাবে প্রচার অভিযান শুরু করা হবে বলো মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

তবে প্রদেশ কংগ্রেসের এই ঘোষণার পরেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এআইইউডিএফ। শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করাই নয় বরং চর এলাকায় কংগ্রেস প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্যে সফর করার পরিকল্পনাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে দলটি। এআইইউডিএফ এর বিধায়ক মুজিবুর রহমান বলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের চর এলাকায় যাওয়ার কথা বলার কোনো নৈতিক অধিকার নেই। কারণ ১৫ বছর একনাগারে শাসন ক্ষমতায় থাকার পরেও চর এলাকার উন্নয়নের জন্য কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি কংগ্রেস। এই দলটির শাসনকালে অবিরত ভাবে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। কংগ্রেসের শাসনকালে চর এলাকাকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে। এর ফলেই চর এলাকার কোনো ধরনের উন্নয়ন বিকাশ হয়ে ওঠেনি। অথচ ভোটের স্বার্থে এবার সে কংগ্রেস চর এলাকায় যাত্রা করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু চর এলাকায় যাওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নৈতিক অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা যে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে একজন ওয়ার্ল্ড মেম্বারকে জেতাতে অক্ষম সেই ব্যক্তি বর্তমান বড় বড় কথা বলছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন

এআইইউডিএফ বিধায়ক মুজিবুর রহমান।

অন্যদিকে কংগ্রেসের চর এলাকার পরিকল্পনা ঘিরে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন চর এলাকা ছাড়া কংগ্রেসের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কারণ অসমীয়া অধ্যুষিত এলাকায় কংগ্রেস কখনো সমর্থন পাবেনা। ফলে দলটিকে চর এলাকায় যেতে হবেই। এক্ষেত্রে কংগ্রেস বাধ্য। কিন্তু বর্তমান চর এলাকায় এআইইউডিএফ আগেই প্রবেশ করে নিয়েছে। ফলে এই সংক্রান্তে দলটি কতটুকু লাভবান হবে সেক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে। চর এলাকার সমর্থন কিংবা ভোট বিজেপির প্রযোজন নেই। চর এলাকার ভোট ছাড়াই বিজেপি নিজেদের প্রযোজনীয় আসন দখল করতে পারবে। ফলে শুধু কংগ্রেস কেন এআইইউডিএফ, রাইজর দল, অসম জাতীয় পরিষদ বিরোধীপক্ষের প্রত্যেক দলকে চর এলাকার জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

এগিয়ে গিয়েও নেপালকে হারাতে পারেননি সাবিনারা

কলকাতা ঃ বাংলাদেশ ১ ঃ১ নেপাল একটা জয় নিয়ে চীন থেকে দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন সাবিনা খাতুনরা। সেই আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত পারলেন না তাঁরা। হাংজু এশিয়ান গেমসে তৃতীয় ও শেষ গ্রুপ ম্যাচে আজ নেপালের বিপক্ষে ৮২ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও ১-১ গোলে ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।

৪৪ মিনিটে অধিনায়ক সাবিনা খাতুন এগিয়ে দেন বাংলাদেশকে। সেই গোল ধরে রেখে জয়ের কাছাকাছি চলে যান সাবিনারা। কিন্তু ৮৩ মিনিটে গোল খেয়ে বসে বাংলাদেশ। এ সময় নেপালের ফরোয়ার্ড রেখা পোদেল গোল করে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন তাঁর দলকে। বাকি সময়ে চেষ্টা করেও দ্বিতীয় গোলটা তুলে নিতে পারেনি বাংলাদেশ। ফলে প্রথমবারের মতো এশিয়ান গেমসে গিয়ে জয় ছাড়াই ফিরতে হচ্ছে সাবিনাদের।

প্রথম ম্যাচে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জাপানের কাছে হার ৮-০ গোলে। দ্বিতীয় ম্যাচে ভিয়েতনামের কাছে হারে ৬-১ ব্যবধানে। আজ তৃতীয় ম্যাচে জয়ের আশায় মাঠে নামে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ নেপাল বলেই জয় পাওয়া কঠিনও ছিল না।

ঢাকা থেকে যাওয়ার সময়ই গ্রুপে এই একটি ম্যাচে ৩ পয়েন্ট পাওয়া সম্ভব মনে করেছিলেন কোচ সাইফুল বারী। গতকাল তিনি বলেছিলেন, নেপালকে হারাতে তাঁর দল মরিয়া হয়ে আছে। এক বছর আগে যাদের হারিয়েছে বাংলাদেশ, তাদের এবারও হারানো কঠিন নয়। কিন্তু সাইফুল বারীর দল পারেনি তা মাঠে করে দেখাতে। অথচ গত বছর সেপ্টেম্বরে নেপালকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে প্রথমবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশ দল আজ আর নেই। দল ছেড়ে গেছেন কয়েকজন ফুটবলার। ফলে শক্তি হারিয়েছে দল। পদত্যাগ করে চলে গেছেন সাফল্য এনে দেওয়া কোচ গোলাম রব্বানীও।

এ অবস্থায় গত জুলাইয়ে ঢাকায় নেপালের সঙ্গে দুই ম্যাচের প্রীতি সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ। দুটি ম্যাচই ড্র থাকায় টাইব্রেকারে জিতে সিরিজের ট্রফি নিয়ে যায় নেপাল। এশিয়ান গেমসে দুই দলের এই লড়াইয়ে নেপালের কাছে পিছিয়ে থেকেও ড্র করা মানে জয়েরই সমান।

অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে লাবুশেন, আছেন চোটে পড়া হেডও

পর্থ ঃ মারনাস লাবুশেনের সাম্প্রতিক যে ফর্ম, তাতে তাঁকে ছাড়া বিশ্বকাপে নামাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য অস্বস্তিরই হতো। তবে তাঁকে দলে নিতে গেলে বাদ দিতে হতো একজনকে। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদের কাজটি সহজ করে দিয়েছে অ্যাস্টন অ্যাগারের চোট। এই বাঁহাতি স্পিনারের জায়গায় বিশ্বকাপ দলে নেওয়া হয়েছে লাবুশেনকে। আইসিসির অনুমোদন ছাড়া চূড়ান্ত দল ঘোষণার শেষ দিনে এসে আজ এ পরিবর্তন এনেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। চোটের কারণে অনিশ্চিত ট্রাভিস হেডকে দলে রাখা হয়েছে। টুর্নামেন্টে মাঝামাঝি পর্যায়ে এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান সেরে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দলের সঙ্গেই রাখা হবে তাঁকে। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে পায়ের পেছনের হাড়ে আঘাত পেয়েছিলেন অ্যাগার। দলের সঙ্গে ভারত সিরিজের জন্যও দলে যাননি তিনি। নিজের সর্বশেষ ওয়ানডেতে বোলিংয়ে ৪০ রানে ১ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাটিংয়ে অষ্টম উইকেটে লাবুশেনের সঙ্গে গড়েছিলেন ১১২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। সে ম্যাচে ১১৩ রানে ৭ উইকেট হারানোর পরও লাবুশেনের ৮০ আর অ্যাগারের ৪৮ রানের ইনিংসে জেতে অস্ট্রেলিয়া। সেই লাবুশেনই এবার জায়গা নিলেন অ্যাগারের। বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে সুযোগ না পাওয়া লাবুশেন ওয়ানডে দলে আসেন স্টিভেন স্মিথের চোটে। ফেরার পর থেকে ৮ ম্যাচে ৬০ গড়ে ৪২১ রান করেছেন তিনি, ব্যাটিং করেছেন ৯৭.৭ স্ট্রাইক রেটে। অ্যাগারের জায়গায় লাবুশেনকে নেওয়ার অর্থ, অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে থাকছেন মাত্র একজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। অবশ্য ভারতের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে দলে ফিরেই ৪ উইকেট নেওয়া গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আশা জোগাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়াকে। ভারত সিরিজের পর অন্তত বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচগুলো পর্যন্ত দলের সঙ্গে থাকবেন অলরাউন্ডার ম্যাট শর্ট ও লেগ স্পিনার তানভির সাংহা। অ্যাগারের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দুশ্চিন্তা ছিল হেডকে নিয়েও। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে বাঁ হাতে আঘাত পান তিনি, পরে স্ক্যানে হাড়ে চিড় ধরা পড়ে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অস্ত্রোপচার লাগেনি তাঁর। তবে পুরো সেরে উঠতে তাঁর অন্তত আরও চার সপ্তাহ লাগবে। ফলে বিশ্বকাপের প্রথম অর্ধে কার্যত ১৪ জনের দল নিয়ে থাকবে অস্ট্রেলিয়া। তাঁর ব্যাপারে প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেছেন, 'আমরা ট্রাভিসকে টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে সঙ্গে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টুর্নামেন্টের মাঝপথে তাকে ফিরে পাওয়াটাই লক্ষ্য। সে ওয়ানডে দলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর টুর্নামেন্টের শেষ ভাগের গুরুত্বপূর্ণ অংশে সে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে।'

৩০ সেপ্টেম্বর নেদারল্যান্ডস ও ৩ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মূল টুর্নামেন্ট শুরু হবে তাদের।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দল

প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মারনাস লাবুশেন, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।

যৌন নির্যাতনের অভিযোগ থেকে গুনাতিলকার মুক্তি

সিডনি ঃ যৌন নির্যাতনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটার দানুস্কা গুনাতিলকা। বৃহস্পতিবার অভিযোগ থেকে গুনাতিলকাকে অব্যাহতি দিয়ে রায় দেন সিডনির একটি আদালত। মামলার রায় হওয়ার পর আদালতের বাইরে গুনাতিলকা বলেছেন, আবারও মাঠে ফিরতে তর সইছে না তাঁর।

গত বছরের নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় অস্ট্রেলিয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গুনাতিলকা। এক নারীর আনা যৌন নির্যাতনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে। একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে সিডনির অপেরা হাউসের কাছের একটি পানশালায় এক নারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন গুনাতিলকা। সেই নারীর সঙ্গে সম্মতি ছাড়াই যৌন সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন গুনাতিলকা, এমন চারটি অভিযোগ প্রাথমিকভাবে আনা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে।

তবে চারটি অভিযোগের মধ্যে তিনটি গত মে মাসে নাকচ করে দেওয়া হয়। বাকি একটি অভিযোগে বিচারক সারাহ হাগেট গুনাতিলকাকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছেন। সিডনির নিউ সাউথ ওয়েলসের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের দেওয়া এক নথিতে জানা গেছে এমন।

রায় ঘোষণার পর আদালতের বাইরে গুনাতিলকা সাংবাদিকদের বলেন, 'গত ১১ মাস আমার জন্য সত্যিই কঠিন ছিল। সবাই আমাকে বিশ্বাস করেছিল, এটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। আমি খুশি যে আমার জীবন এখন আবার স্বাভাবিক। ফলে ক্রিকেট খেলতে তর সইছে না আমার।'

অস্ট্রেলিয়ার সরকারি সম্প্রচার চ্যানেল এবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, যৌন মিলনের সময় সেই নারীকে না বলেই কনডম সরিয়ে নিয়েছিলেন গুনাতিলকা। তবে সে নারী শুধু নিরোধযুক্ত যৌন মিলনেই সম্মত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছিল বাদী পক্ষ। তবে বিচারক বলেছেন, সে মুহূর্তে কী ঘটেছে, সে ব্যাপারে ওই নারীর পরিষ্কার কোনো স্মৃতি নেই।

আদালতের রায়ে এসব অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেও নিজের বোর্ডের মুখোমুখি হতেই হবে গুনাতিলকাকে। তাঁকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট নিষিদ্ধ করেছিল আগেই। এএফপিকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেছেন, গুনাতিলকার নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে এখনো। দেশে ফেরার পর খেলোয়াড়দের কোড অব কন্ডাক্ট ভঙ্গের কারণে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের মুখোমুখি হতে পারেন তিনি। অবশ্য দলের সঙ্গে সে সময় ছিলেন বলে গুনাতিলকার আইনি খরচ বহন করার কথা বলেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা এএফপিকে বলেছেন, 'সে এখনো সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ। কারফিউ ভাঙা ও দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার মতো কর্মকাণ্ডের কারণে তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে।'

২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়া গুনাতিলকা এখন পর্যন্ত ৮টি টেস্ট, ৪৭টি ওয়ানডে ও ৪৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন শ্রীলঙ্কার হয়ে। ক্যারিয়ারে এর আগেও একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ৩২ বছর বয়সী বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

একজন 'বাংলাদেশপ্রেমী' জর্জ কোটানকে ভোলা যাবে না কখনোই

ঢাকা ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ ভিনদেশি হলেও বাংলাদেশের ফুটবলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন তিনি। একেবারে গভীরভাবে। ফুটবলারদের ভীষণ ভালোবাসতেন। আর চাইতেন বাংলাদেশের ফুটবল উঠে দাঁড়াক। সেই চেষ্টায় সফলও হয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরেই ঢাকায় ২০০৩ সালে প্রথমবার বাংলাদেশ ফুটবল দল সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে। দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের মালা সেই একবারই গলায় পরা হয়েছে লাল-সবুজের ফুটবলারদের। সেই অনন্য সাধারণ সাফল্যের নেপথ্য কারিগর বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাবেক কোচ জর্জ কোটান চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৭৭ বছর বয়সে। আর কখনো আসবেন না বাংলাদেশে। কখনো আর প্রিয় ফুটবলারের কাঁধে হাত রেখে পিতৃস্নেহে দেবেন না নানা পরামর্শ। কোচ ছাপিয়ে হয়ে উঠবেন না একজন অভিভাবক। জর্জ কোটানের মৃত্যুর কথা জানিয়ে আজ সকালে তাঁরই সাবেক শিষ্য বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক বিপ্লব ভট্টাচার্য ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, 'তোমার চলে যাওয়া বিশ্বাস করতে পারছি না প্রিয় কোচ। তুমিই আমাদের শিখিয়েছ সাফল্য পেতে একে অন্যের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। একটা দল হিসেবে খেলতে হবে। তুমি তোমার খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করতে এবং সবার প্রতি সবার সম্মান ছিল। যার ফসল হিসেবে ২০০৩ সালে আমরা সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমি ভাবতেই পারছি না তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ এবং চলে গেছ সেখানে, যেখান থেকে কেউ আর ফিরে আসে না। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি তোমার পরিবার যেন এই শোক সইতে পারে। ভালো থেকো প্রিয় কোচ। তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক।' কিন্তু অন্য কোনো মাধ্যম থেকে কোটানের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। তবে কোটানের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে গিয়ে দেখা যায় তাঁকে নিয়ে একটা পোস্ট করা হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। সেখানে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এরপর যোগাযোগ করা হলে হাঙ্গেরি জাতীয় দলের প্রেস অফিসার জর্জ জাবো ফোনে প্রথম আলোকে কোটানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেছেন, 'এটা খুব দুঃখের যে জর্জ কোটান আর নেই। বুদাপেস্টে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর মারা গেছেন।' ৬ অক্টোবর হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ৬ অক্টোবর কেন? কারণ, ১৯৪৬ সালের ৬ অক্টোবর তিনি জন্ম নিয়েছিলেন বুদাপেস্টে। জন্মদিনেই তাঁকে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার। জীবনের এও এক দিক। যেদিন পৃথিবীতে এসেছিলেন, ঠিক ৭৭ বছর পর সেই দিনেই তাঁর নশ্বর দেহ পাড়ি জমাবে অনন্তলোকে। কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন, বাংলাদেশের ফুটবলারদের মনে শ্রদ্ধার আসনে থাকবেন। তাঁকে একটু বেশিই মনে রাখবেন জাতীয় দলের সাবেক গোলকিপার আমিনুল হক। ২০০৩ সাফের আগে চোটগ্রস্ত আমিনুলকে ফিট করে তোলেন কোটান। তাঁকে বাড়তি অনুশীলন করাতেন। সেই আমিনুলই সাফ জেতায় রাখেন অগ্রণী ভূমিকা। এভাবে অনেক ফুটবলারকেই তিনি নতুন জীবন দিয়েছেন। মাঠে ফিরিয়ে সেরাটা আদায় করে নিয়েছেন। বাংলাদেশ ফুটবল দলের দীর্ঘদিনের সহকারী মোহাম্মদ মহসিনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কোটানের। সেই মহসিন কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেন, 'গত জুনে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়ার আগেও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তখন বলেছিলেন শরীরটা খারাপ। এরপর তাঁকে ফোন-মেসেজ পাঠালেও আর সাড়া পাইনি। আজ তাঁর ছেলেকেও ফোন করেছি। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। যত দূর জানি কোটান আর নেই। বাংলাদেশের ফুটবলে কোটান যা দিয়ে গেছেন তার কোনো তুলনা হয় না।' জর্জ কোটান এমন একজন মানুষ ছিলেন, প্রতিটি ক্ষণ কাজে লাগানো ছিল যাঁর নেশা। ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখতেন চারপাশ। পেশাদার সাংবাদিকদের মুহূর্তে আপন করে নিতেন। কোনো ভেদাভেদ ছিল না। বন্ধুর মতো মিশতেন। নানা কথা বলতেন, উপদেশ দিতেন। ২০০০-২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ ছিলেন জর্জ কোটান। এই সময়ে সাফ জিতিয়েছেন বাংলাদেশকে। সাফ ফাইনালের আগের দিন তখনকার হোটেল শেরাটনে টিম মিটিংয়ে কোটান ফুটবলারদের বলেছিলেন, 'মনে করো, তুমি তোমার এক বন্ধুকে হারিয়েছ। ও ছিল তোমার অনেক প্রিয়। ফাইনালটা বন্ধুর জন্য খেলো। ওকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করো। তাতে দেশকেও কিছু দেওয়া হবে তোমার।' কোটানের কথাগুলো অনুপ্রাণিত করেছিল আমিনুল, সুজন, নজরুল, হাসান আল মামুনদের। মালদ্বীপের সঙ্গে ফাইনালটা অতিরিক্ত সময় শেষেও ১-১। তারপর টাইব্রেকারএ ৫-৩ গোলে জিতে বাংলাদেশের জয়োল্লাস। কোটানকে সেদিন মাথায় তুলে নিয়েছিলেন ফুটবলাররা। অমন সাফল্য দেওয়ার পরও বাফুফের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় কোটান ফিরে গিয়েছিলেন। তবে এরপরও তিনি বারবার এই বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্রের কোচ হয়ে এসেছেন। পাকিস্তান জাতীয় দলের কোচ হিসেবেও তাঁকে দেখা গেছে ২০১০ ঢাকা এসএ গেমসে। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ সালে আসেন ঢাকা আবাহনীর কোচ হয়ে। সে সময়ের একটা ছবিতে এখনো চোখ আটকে যায়। আবাহনী মাঠে মেশিনে চেপে ঘাস কাটছেন কোটান। মাঠটাকে নিজের উপাসনালয় ভাবতেন তিনি। তাই তো অবসর সময়টাও কাজে লাগাতেন। এটা-ওটা করতেন। সবকিছু যেন নিজের বাড়ির মতো। জন্ম হাঙ্গেরিতে হলেও অস্ট্রিয়ায় আবাস গড়েছিলেন কোটান। ঢাকায় সাফ জিতে ফিরে গিয়ে ভিয়েনার বাড়ির দেয়ালে টানিয়ে রেখেছিলেন বাংলাদেশের পতাকা। সে কথা তিনি ঢাকায় ফিরে বলেছিলেন এই প্রতিবেদককে। বলেছিলেন, বাংলাদেশকে বুকের ভেতর লালন করেন। তাঁকেও বাংলাদেশের ফুটবল আপনজন মনে করে। এ দেশে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলারের বিদেশি কোচ এসেছেন। পেশাদারি পোশাক ছেড়ে বের হতে পারেননি অনেকেই। কিন্তু কোটান পেরেছেন। পেরেছেন বলেই তাঁর চিরবিদায় ব্যথিত করছে দেশের ফুটবলকে।

ভারত কানাডা উত্তেজনা, বিস্ফোরিত এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট আবারো আলোচনায়

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ কানাডা ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হওয়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে ১৯৮৫ সালে বোমা হামলার ঘটনা আবারো সংবাদে উঠে এসেছে।

গত সপ্তাহে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, তার দেশ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার এক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে 'বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ' তদন্ত করে দেখছে। ভারত এই অভিযোগকে 'অবান্তর' হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছে। এরপর থেকে ভারতের অনেক ভাষ্যকার ১৯৮৫ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে বোমা হামলার বিষয়টিকে সামনে এনেছেন, যেটি 'কনিস্ক বোম্বিং' নামে পরিচিত।

কারণ বোয়িং ৭৪৭ এর নামকরণ করা হয়েছিল সম্রাট কনিস্কের নামে। সেই ঘটনার পরও দিল্লি অটোয়া সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল।

এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইট ১৯৮৫ সালের ২৩শে জুন কানাডা থেকে লন্ডন হয়ে ভারতে যাওয়ার সময় আয়ারল্যান্ডের উপকূলে বিস্ফোরিত হয়। এতে বিমানে থাকা ৩২৯ আরোহীর সবাই নিহত হন।

বিস্ফোরণের কারণ ছিল বিমানে থাকা একটি সুটকেসের ভেতরে রাখা বোমা। সুটকেসটি যে টিকিটের আওতায় বিমানে তোলা হয়েছিল সে ব্যক্তি অবশ্য বিমানে ওঠেনি। নিহতদের মধ্যে ছিল ২৬৮ জন কানাডার নাগরিক, যাদের বেশিরভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং ২৪ জন ভারতীয় নাগরিক। মাত্র ১৩১টি মরদেহ সাগর থেকে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

বিমানটি যখন আকাশে উড়ছিল তখন টোকিওর নারিতা বিমানবন্দরে আরো একটি বিস্ফোরণ হয়, যাতে বিমানবন্দরের দুই কর্মী নিহত হন।

পরে তদন্তে জানা যায়, ওই বোমাটি ফ্লাইট নম্বর ১৮২ লক্ষ্য করে পেতে রাখা হয়েছিল। ওই ফ্লাইটটি ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার যেটি জাপান থেকে ব্যাংককে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বোমাটি আগেই বিস্ফোরিত হয়।

হামলার পেছনে কারা ছিলেন?

কানাডার তদন্তকারীরা বলেন, বোমা হামলার পরিকল্পনায় ছিল শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যারা ১৯৮৪ সালে পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ভয়ংকর অভিযানের বদলা নিতে চেয়েছিলেন।

হামলার কয়েক সপ্তাহ পরে রয়াল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ তালবিন্দার সিং পারমার নামে একজন শিখ নেতাকে গ্রেফতার করে। তিনি বাব্বার খালসা নামে চরমপন্থি একটি গ্রুপের প্রধান ছিলেন, যেটি এখন ভারত ও কানাডা দুই দেশেই নিষিদ্ধ।

এছাড়া ইন্দারজিৎ সিং রেয়াত নামে আরো একজনকে গ্রেফতার করা হয়, যিনি পেশায় একজন ইলেকট্রিশিয়ান। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু পারমারের বিরুদ্ধে মামলাটি বেশ দুর্বল ছিল এবং তাকে মুক্তি দেয়া হয়। তাকে ১৯৮০'র দশকের শুরুর দিকে কানাডা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় ভারত।

তদন্তকারীরা এখন বিশ্বাস করেন যে ওই হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ছিল পারমার। তিনি ১৯৯২ সালে ভারতে পুলিশের হাতে নিহত হন।

এরপর ২০০০ সালে কানাডার ভাঙ্কুভারের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী রিপুদামান সিং মালিক এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়ার মিল শ্রমিক আজাইব সিং বাগড়িকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং গণহত্যাসহ নানা অভিযোগ আনা হয়।

প্রায় দুই বছর ধরে বিচারকাজ চলার পর ২০০৫ সালে এই দুই ব্যক্তিকেই তাদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ থেকে খালাস দেয়া হয়। বিচারক বলেন, মামলায় 'তথ্যগত ত্রুটি' রয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে মূল সাক্ষ্য দিয়েছেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

বিবিসি তখন নিজস্ব প্রতিবেদনে বলেছিল যে, এই রায়টিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকে এবং আদালতের কক্ষে বসে নিহতদের স্বজনরা কান্নাকাটি করছিল।

বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিমান হামলার এই ঘটনায় শুধু রেয়াত নামের একজন ব্যক্তিকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। জাপানের বোমা হামলায় সংশ্লিষ্টতার কারণে ১৯৯১ সালে যুক্তরাজ্যে তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

দেয়া হয়েছিল।

২০০৩ সালে ফ্লাইট ১৮২'তে বোমা হামলার ঘটনায় কানাডার একটি আদালতে তাকে নরহত্যার দায়ে আরো পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এছাড়া মালিক ও বাগড়ির মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার দায়ে তাকে আরো কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

তদন্ত সমালোচিত হয়েছিল কেন?

কানাডার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হামলা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়া এবং সঠিকভাবে তদন্ত পরিচালনায় করতে না পারার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

মালিক এবং বাগড়িকে খালাস দেয়ার ঘটনায় নিহতদের স্বজনদের ব্যাপক ক্ষোভের মুখে কানাডার সরকার সুপ্রিম কোর্টের সাবেক এক বিচারককে প্রধান করে ২০০৬ সালে বোমা হামলার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

এই তদন্ত কমিটির অনুসন্ধান শেষ হয় ২০১০ সালে। তারা বলেন, অতিমাত্রায় ধারাবাহিক ভুলের কারণে কানাডার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে।

তদন্তে পাওয়া যায়, হামলার কয়েক মাস আগে বেনামী এক সাক্ষী কানাডার পুলিশকে সম্ভাব্য বিমান হামলা সম্পর্কে অবহিত করেছিল।

তদন্তে আরো বেরিয়ে আসে যে হামলার কয়েক সপ্তাহ আগে কানাডার গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা পারমার এবং রেয়াতকে অনুসরণ করে ভাঙ্কুভার দ্বীপের একটি জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল। সেখানে তারা 'একটি বড় বিস্ফোরণের শব্দ' শুনতে পায়। কিন্তু তখন সেটিকে তেমন পাত্তা দেয়া হয়নি।

লন্ডন এবং কানাডায় ১৯৯০'র দশকে আলাদা ঘটনায় দুই শিখ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছিল, যারা এই বিচারের মূল সাক্ষী হতে পারতেন। এদের মধ্যে একজনকে আগেই একটি গোলাগুলির ঘটনায় আহত হওয়ায় হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে হতো।

কানাডার গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তা ২০০০ সালে একটি সংবাদপত্রকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, দুই শিখ সন্দেহভাজনের ১৫০ ঘণ্টার টেলিফোনালাপের টেপ পুলিশের কাছে হস্তান্তর না করে তিনি সেটি ধ্বংস করেছিলেন। কারণ এতে তথ্য দাতার পরিচয় ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এরপর কী হলো?

২০১০ সালে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার নিহতদের স্বজনদের কাছে জনসমক্ষে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, বছরের পর বছর ধরে তাদের জবাব পাওয়ার ন্যায়সম্মত অধিকার এবং সহমর্মিতাকে প্রশাসনিকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।

রেয়াতকে ২০১৬ সালে তার নয় বছরের কারাদণ্ডের দুইতৃতীয়াংশ পার হওয়ার পর কানাডার একটি কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

একই সাথে সে কানাডার যে কোন জায়গায় বসবাস করতে পারবে বলেও অনুমোদন দেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন বিশেষজ্ঞরা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পার ২০১৫ সালে টরন্টোতে নিহতদের স্মরণে নির্মাণ করা স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

গত বছর ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে এলাকায় রিপুদামান সিং মালিককে তার গাড়িতে গুলি করে হত্যা করা হয়। পুলিশ একে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করে এবং এ ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়।

চলতি বছরের শুরুর দিকে এয়ার ইন্ডিয়ায় বোমা হামলার ৩৮ বছরে অ্যাঙ্গাস রিড ইন্সটিটিউটের একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

যেখানে বলা হয়, এই মর্মান্তিক ঘটনা 'কানাডার ইতিহাসের তুলনামূলক অজানা একটি অংশ।' তারা বলে, এই হামলা সম্পর্কে কানাডার প্রতি ১০ জনের মধ্যে নয় জনেরই খুব কম বা একেবারেই কোন ধারণা নেই।

ভারতে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

এয়ার ইন্ডিয়ায় বোমা হামলার ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের বেদনাদায়ক স্মৃতি হয়ে আছে। কারণ নিহতদের মধ্যে অনেকেই কানাডার নাগরিক হলেও তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিল, যাদের স্বজনরা ভারতের বসবাস করতো। তারা মনে করে যে, ভুক্তভোগীরা ন্যায় বিচার পায়নি।

কানাডার আইনজীবী রিচার্ড কুয়ান্স ২০০৬ সালে নিহতদের কিছু স্বজনদের সাথে দেখা করতে ভারতে যান।

তিনি বিবিসিকে বলেন, ভারতে থাকা ভুক্তভোগীদের স্বজনরা মনে করে যে তাদেরকে 'বিচার ব্যবস্থা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে' এবং যে প্রক্রিয়ায় মালিক ও বাগড়িকে খালাস দেয়া হয়েছিল সেটি নিয়েও তাদের মনে প্রশ্ন আছে।

সে সময় এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটে কোপাইলটের স্ত্রী অমরজিৎ ভিন্দার বিবিসিকে বলেছিলেন, বোমা হামলার ঘটনায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ভারতীয় পরিবারগুলো নিজেদেরকে 'অবহেলিত' মনে করেছে।

দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক টানাপোড়েন এই মর্মান্তিক ঘটনাকে আবারো ভারতে আলোচনায় এনেছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় একজন মন্ত্রী সম্প্রতি এ ঘটনা টুইট করে বলেছেন, এই বোমা হামলা ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিন্দনীয় বিমান সন্ত্রাসের মধ্যে একটি। যারা এই ঘটনাকে সহ্য করেছে এবং এমনকি ক্ষমাও করেছে তার সমালোচনা করেন তিনি।

বোমা হামলার আগে ও পরে কানাডার কর্তৃপক্ষের ভুল পদক্ষেপের বিষয়ে একাধিক সংবাদ প্রতিবেদন ও মতামতও প্রকাশিত হয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে নিহতদের স্বজনরা তাদের যন্ত্রণার কথা বলে আসছেন।

এয়ার ইন্ডিয়া বোমা হামলার সাথে যারা কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাদের সাথে আমি এখনো দেখা করি। আমার কিন্ডারগার্টেনে পড়ুয়া মেয়ের শিক্ষকের সহপাঠী এতে নিহত হয়েছিলেন। এটা অবাক করার মতো যে, বোমা হামলাটা কত ব্যাপকভাবে কানাডিয়ানদের প্রভাবিত করেছিল, বলছিলেন সুশীল গুপ্ত, মাত্র ১২ বছর বয়সে যার মা মারা গিয়েছিল।

টুকরো খবর

'ইচ্ছে মতো টাকা ছাপিয়ে সরকারকে দেয়ার কারণে বড় চাপ তৈরি হয়েছে'

ঢাকা ঃ অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে ভূমিকা রাখা প্রয়োজন সেটি করতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক - এমনটা মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে 'অদক্ষতা কিংবা ব্যর্থতার' পরিচয় দিচ্ছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিউইয়র্ক ভিত্তিক গ্লোবাল ফিন্যান্স ম্যাগাজিন সম্প্রতি একটি র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরকে 'ডি গ্রেড' দেয়া হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এর মাধ্যমে বোঝা যায় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভালো অবস্থানে নেই। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি লাগাম ছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতির দিকে, ডলার সংকট এবং ডলারের বিপরীতে টাকার ধারাবাহিক দরপতন - এসব পরিস্থিতি অর্থনীতিকে জটিল করে তুলেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন মূল্যস্ফীতি কমানো, মুদ্রার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনা এবং খেলাপি ঋণ কমানো - এ তিনটি বিষয় ব্যাংকিং সেক্টর ও দেশের অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'অদক্ষতা কিংবা ব্যর্থতার' পরিচয় দিয়েছে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। এ পরিস্থিতির জন্য 'রাজনৈতিক চাপ ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ' বড় ভূমিকা পালন করেছে বলেও মনে করেন তারা। বাংলাদেশে অনেক দিন ধরেই বাজারে ডলারের তীব্র সংকট তৈরি হয়ে আছে এবং কোনভাবেই বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে বাজারে স্থিতিশীলতা আনা যাচ্ছে না। আবার ডলারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এখনকার যে নীতি সেটি রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করছে বলেও মনে করেন অনেকে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলছেন, বিনিময় হার নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটানা বার বছর বসে ছিল এবং কোন পরিবর্তন না আনায় একটা সংকট তৈরি হয়েছে। আবার ইচ্ছে মতো টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ধার দেয়ার কারণেও বড় ধরণের চাপ তৈরি হয়েছে। আবার ব্যাংকিং খাতে রেকর্ড পরিমাণ ননপারফরমিং লোন। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ ও ব্যাংকের অনুমোদন। এগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ম্যানেজ করতে পারেনি ও পারছে না, বলছিলেন তিনি। বাজারে ডলারের মূল্য নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যকর ও স্থিতিশীল কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অনেক অর্থনীতিবিদই মনে করেন ডলারের মূল্য যেভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে সেটা বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পৃথিবীর অনেক মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাফল্য দেখালেও বাংলাদেশ সেটা পারছে না। সরকারি হিসেবে অগাস্ট মাসে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার ছিলো প্রায় ১০ শতাংশ। তবে শুধু খাদ্য মূল্যস্ফীতি আলাদা করলে এর হার ১২.৫ শতাংশ। ২০২৩২০২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের জন্য সংকোচনমূলক নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছিলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরি বলেছেন মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা ও বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেমন সফলতা পায়নি, তেমনি নিজেদের ঘোষিত মুদ্রানীতি বাস্তবায়নেও তারা সাফল্য পায়নি। মুস্তফা কে মুজেরি বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চিন্তা করা উচিত যাতে তাদের নীতিটা যাতে বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে ও যে মুদ্রানীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষণা করেছে সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা আছে তা দূর করার ক্ষেত্রে অদক্ষতা আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সেদিকে নজর দেয়া উচিত। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট ও রিজার্ভ ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে এসব বিষয়ে যে নীতিগুলো এখন অনুসরণ করছে সেগুলোতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, বলছিলেন মি. মুজেরি। ব্যাংকগুলোতে নানাবিধ সংকটের চিত্র প্রকাশ পাচ্ছে গণমাধ্যমে। ব্যাংক খাতের এ দুরবস্থা নিয়ে কখনোই কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মি. মুজেরি মনে করেন, ব্যাংক খাতকে তদারকিতে রাখার ক্ষেত্রে সফল হতে পারছে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং একই সাথে মুদ্রানীতিতে যেসব নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছিল সেগুলো বাস্তবায়নেও সফলতা নেই তাদের। মুদ্রানীতিতে অনেক ভালো কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। কিংবা বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়ে সঠিক মনিটরিং নেই। নীতিগুলো কাগজেই রয়ে যাচ্ছে। যদিও আহসান এইচ মনসুর মনে করেন ব্যাংকিং খাতসহ অনেক বিষয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অনেক সিদ্ধান্ত আসে রাজনৈতিক দিক থেকে। এজন্য গভর্নরকে দোষ দেয়া সঠিক হবে না। বরং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই স্বাধীনতাই নেই। সে কারণে পেশাদারিত্বও তৈরি হয়নি, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তার মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অদক্ষতার মূলেই রাজনৈতিক চাপ এবং এটি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে এর সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করে মনিটরিং বিষয়ে সরকারের পলিসি কতটা ভালো তার ওপর। বাংলাদেশের রিজার্ভ এখন সবার জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর আইএমএফসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তাতে চলতি বছরের শেষ নাগাদ রিজার্ভ বিশ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গত কমেছে এবং এর জের ধরে ব্যাংকে সঞ্চয় কমে গেছে। সমস্যা তৈরি হয়েছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ক্ষেত্রেও। আহসান এইচ মনসুর বলছিলেন, রাজস্ব বাড়ছে না - কমে যাচ্ছে। রেমিট্যান্স আসছে না ও বাড়ছে না রিজার্ভ। আবার রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক কাজ করতে পারেনি। তবে তার মতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বড় অদক্ষতা হলো সময়মত যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারা। এর মধ্যে টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ধার দেয়া হয়েছে বলে আরও চাপ তৈরি হয়েছে। এগুলোতে যথাযথ সমন্বয় ছিলো না। ফলে এর খেসারত দিতে হবে সবাইকে, বলছিলেন মি. মনসুর। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো সবার কাছে যথাযথ নাও মনে হতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বিবেচনা নিয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি প্রণয়ন করেছে। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের নীতি ও করনীয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করছেন যার মূল্য লক্ষ্য হলো দ্রুত মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা, বলছিলেন তিনি। গ্লোবাল ফিন্যান্স ম্যাগাজিন তাদের প্রতিবেদনে মূলত বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর মূলত এসব দুর্বলতার কারণেই গভর্নর হিসেবে আব্দুর রউফ তালুকদারকে ম্যাগাজিনটি 'ডি গ্রেডে' রেখেছে। এর আগে ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর 'সি গ্রেড'এ ছিলেন। ২০১৫ সালে 'বি মাইনাস' গ্রেডেও উন্নীত হয়েছিলেন তখনকার গভর্নর আতিউর রহমান। পরে আট কোটি ডলার রিজার্ভ চুরির ঘটনার জের ধরে মি. রহমানকে পদত্যাগ করতে হয়েছিলো। এরপর দায়িত্ব নেয়া গভর্নর ফজলে কবির কখনো 'বি' কখনো 'সি' আবার কখনো 'ডি' গ্রেডভুক্ত হয়েছিলেন। মেজবাউল হক বলছেন, মনিটরি পলিসি করার আগেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্টদের মতামত নিয়েছিলো এবং এখন তারা আবার বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠক করে বিশ্লেষণ করে দেখছেন কোথাও ব্যাংক ভুল করেছে কিনা কিংবা যে পথে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এগুচ্ছে সেটি আছে কিনা। তিনি জানিয়েছেন যে তিনটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন কাজ করছে মূল্যস্ফীতি কমানো, এক্সচেঞ্জ রেট স্থিতিশীলতা এবং নন পারফরমিং লোন। এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আমরা এখন মত বিনিময় করছি। তাদের পরামর্শ নিচ্ছি। কিন্তু ব্যাংক কোথায় ব্যর্থ হলো কিংবা দক্ষতার অভাব ছিলো কোন কোন ক্ষেত্রে - এমন প্রশ্নের জবাবে মি. হক বলেন, অর্থনীতিতে কোন সংকটের সরাসরি ঔষধ নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব কিছু বিশ্লেষণ করে নীতি প্রণয়ন করে। সেটি কারও মতের সাথে মিলতে পারে আবার কারও সাথে নাও মিলতে পারে। যখন যেটি ভালো মনে হয় সেটিই করার চেষ্টা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অগ্রাধিকার হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সেটি নিয়েই কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি শুক্রবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
29.09.2023

‘১৪ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ৩২২ শতাংশ বেড়েছে’

ঢাকা ঃ ইংরেজি দৈনিক নিউ এইজের প্রধান শিরোনাম, ‘Bangladesh's foreign debts surge by 322pc in 14 years’ অর্থাৎ ‘১৪ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ৩২২ শতাংশ বেড়েছে’। এ খবরে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ২০২৩ সালের জুনের শেষে ৯৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের শুরুতে ২০০৯ সালের জুন মাসে ছিল ২৩.৫ বিলিয়ন ডলার। গত ১৪ বছরে ৭৫ বিলিয়ন ডলার বা ৩২২ শতাংশ বিদেশি ঋণ বাড়ার পেছনে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য বিদেশী ঋণের উপর দেশটির ক্রমবর্ধমান নির্ভরতাকে দায়ী করছেন অর্থনীতিবিদরা। বাংলাদেশ সাধারণত বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং প্রধান বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান থেকে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক ঋণ রিপোর্ট ২০২২ অনুসারে, ২০১১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ১০ বছরে ভারতের বিদেশী ঋণ প্রায় ৮৩ শতাংশ, পাকিস্তানের ১০১ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কার ১১৯ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা গেছে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ২১৩ দশমিক ছয় শতাংশ।

তুরস্কের ‘গেম অব থ্রোনস’ এরতুরুল সিরিজ, কে এই ব্যক্তি?

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী শাসক এরতুরুলকে নিয়ে তুরস্কের ধারাবাহিক নাটক বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে নিজস্ব ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচার হয়েছে। এই টিভি সিরিজ বিভিন্ন দেশে এতোটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মুখেও ফুটেছে এর প্রশংসা।

এরতুরুল সিরিজের ভক্তদের মধ্যে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী পদে থাকাকালীন তিনি ওই ধারাবাহিকে দেখানো ‘ইসলামী সভ্যতার’ প্রশংসা করেছিলেন।

মি. খান বলেছেন, এরতুরুলের মতো বহুল প্রচারিত সিরিজে কোন অশ্লীলতা নেই। তরুণরা টিভির সামনে বসে ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিখতে পারবে। অটোমান ঐতিহ্য অনুসারে এরতুরুল ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম উসমানের পিতা। এর বাইরে তার সম্পর্কে বাস্তব যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা নগণ্য। এই সাম্রাজ্য বহু শতাব্দী ধরে বিশ্বের একটি বড় অংশ শাসন করেছে। কিন্তু তাদের সূচনা কীভাবে হয়েছিল সে তথ্য ইতিহাসের পাতা থেকে অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে।

উসমানীয় ঐতিহ্য ছাড়াও, ইতিহাসের বইগুলোতে ওই সময়ের দুটি সুনির্দিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে। যার মধ্যে রয়েছে একটি মুদ্রা এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একজন ইতিহাসবিদের লেখা একটি নিবন্ধ। সেই সাথে পাওয়া গেছে উসমানের একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা। যা এই নিবন্ধের শেষ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেসব নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি হল, উসমান বর্তমানে তুরস্কের আনাতোলিয়ায় বসবাসকারী একটি তুর্কি যাযাবর উপজাতির সদস্য ছিলেন।

তার সরকার ছিল ছোট আনাতোলিয়ান সরকারগুলোর মধ্যে একটি, যাদের ক্ষমতায় খুব একটা পার্থক্য ছিল না।

প্রশ্ন জাগে যে, উসমান বা তার পিতা এমন কী করেছিলেন যার কারণে এই পরিবারের শাসন একটি গোত্র থেকে ছোট রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আনাতোলিয়ার একটি বড় সাম্রাজ্য তিনটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপর একটি খিলাফতে পরিণত হয়।

অটোমান সাম্রাজ্য ১৪শ শতকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যার পতন ঘটে ২০ শতকে এসে। একই পরিবারের ৩৭ জন সুলতান সিংহাসনে বসেন।

একজন ইতিহাসবিদের মতে, একটি পরিবারের এত দীর্ঘ সময় নিরবচ্ছিন্ন শাসন জারি রাখা অলৌকিক ঘটনার মতো।

ইতিহাসবিদ ক্যারোলাইন ফিঙ্কেল তার ‘অটোমান’স ড্রিম দ্য স্টোরি অফ দ্য অটোমান এমপায়ার’ বইতে লিখেছেন যে ‘অটোমানদের সাফল্যের কারণ যাই হোক না কেন, আনাতোলিয়ায় (বর্তমান তুরস্কের সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চল) তাদের সাফল্য ছিল।’

দুই শতাব্দী ধরে প্রতিবেশীদের সাথে তাদের বিরোধ তীব্র ছিল।

এরতুরুল ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম উসমানের পিতা।

এরতুরুল সম্পর্কে অটোমান ঐতিহ্য

ইতিহাসবিদ স্ট্যানফোর্ড জে শ’ তার ’হিস্ট্রি অব দ্য অটোমান এমপায়ার অ্যান্ড মডার্ন টার্কি’ বইতে এই ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেছেন যে ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য অটোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস সবসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, তবে সেই সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে জানার উৎস ছিল সীমিত। এছাড়া পরবর্তীকালে অটোমান ঐতিহ্য নিয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য থাকায় সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন।’

এই বিখ্যাত ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়ে গিয়ে তিনি লিখেছেন, অটোমানদের পূর্বপুরুষ আমজাদ সালমান শাহ, যিনি ছিলেন সেই সময়কার কাই উপজাতির প্রধান। ১২শ শতকের শেষের দিকে উত্তর ইরানের একটি এলাকায় তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন।

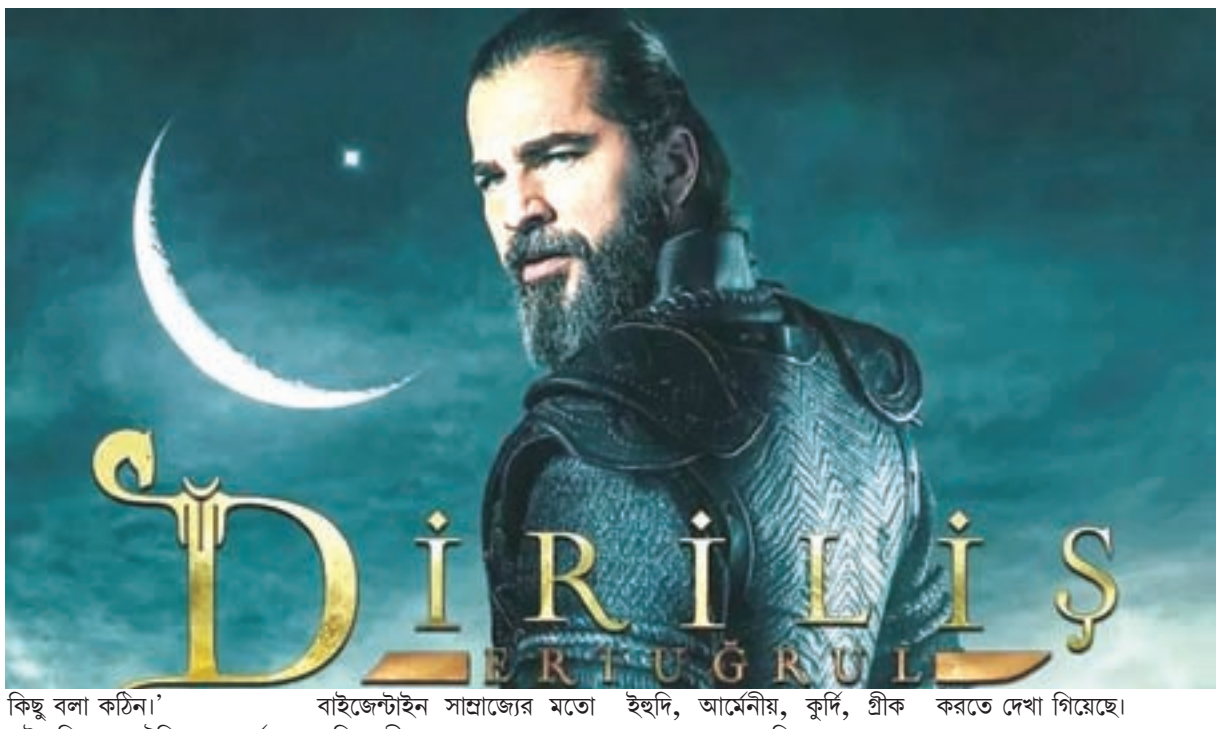

ঐতিহ্য অনুসারে, এই উপজাতি, অন্যান্য অনেক তুর্কি উপজাতির মতোই, মঙ্গলদের আক্রমণের মুখে দাসত্ব ও ধ্বংস থেকে বাঁচতে নতুন অঞ্চলে পালিয়ে যায়।

জে শ’ এর মতে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে সালমান শাহ সিরিয়ায় প্রবেশের সময় ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদীতে ডুবে মারা যান। এরপর তার দুই ছেলেই ফিরে যান।

এরতুরুল যখন পশ্চিম দিকে তার যাত্রা শুরু করেন এবং আনাতোলিয়ান অঞ্চলে প্রবেশ করেন, সেখানকার সেলজুক শাসকরা তখন তাকে তার সাহায্যের বিনিময়ে আনাতোলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে জমি দেন।

জে শ’এর বইতে লিপিবদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে, এরতুরুল ১২৮০ সালে মারা যান এবং উপজাতির নেতৃত্ব তার পুত্র উসমানের হাতে চলে যায়।

ফিঙ্কেল লিখেছেন যে, অটোমান ঐতিহ্য অনুসারে, এরতুরুল নামে একজন উপজাতি প্রধান (সর্দার) উত্তর পশ্চিম আনাতোলিয়ায় এসে সেলজুক এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এই ঐতিহ্য অনুসারে, সেলজুকের সুলতান সেখানকার সুগাতা নামক অঞ্চলে এরতুরুলকে কিছু জায়গা দান করেন। কিন্তু উসমানের সঙ্গে এরতুরুলের সম্পর্ক কী ছিল?

ইতিহাসবিদ ফিঙ্কেল লিখেছেন, এটি অটোমান আমলের একটি মাত্র সংগৃহীত মুদ্রা, এটা যদি সত্যি সেই সময়কার মুদ্রা হয়, তাহলে এটি প্রমাণ করে যে এরতুরুল প্রকৃতপক্ষে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ওই মুদ্রায় লেখা আছে ‘এরতুরুলের ছেলে উসমানের জন্য জারিকৃত মুদ্রা’।

ফিঙ্কেল আরও লিখেছেন যে উসমানের নিজের নামে মুদ্রা জারি করা প্রমাণ করে যে তিনি এই সময়ে কেবল একজন উপজাতীয় প্রধান ছিলেন না।

বরং সেলজুক এবং মঙ্গল সাম্রাজ্যের ছায়ার বাইরেও তিনি নিজেকে আনাতোলিয়ায় একজন স্বাধীন আমির বা নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন।

ফিঙ্কেল লিখেছেন যে, ইতিহাসে অটোমানদের ব্যাপারে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে ১৩০০ সালের দিকে।

তৎকালীন এক বাইজেন্টাইন ইতিহাসবিদ লিখেছেন যে, ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনী উসমান নামে এক ব্যক্তির সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়। বাফিয়াসের যুদ্ধ নামে পরিচিত এই যুদ্ধটি কনস্টান্টিনোপলের (ইস্তাম্বুল) কাছে সংঘটিত হয়েছিল এবং বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনী খুব খারাপভাবে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু অটোমানদের তখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মতো শক্তিশালী হতে আরও সময়ের প্রয়োজন ছিল।

এবং যখন এমনটা ঘটে অর্থাৎ অটোমানরা প্রবল শক্তিতে আবির্ভূত হয়, তখন কথা ওঠে যে কীভাবে একটি নাম না জানা পরিবার হঠাৎ করে এতদূর এসে এতোটা ক্ষমতাধর হয়ে উঠলো।

ইতিহাসবিদরা বলেছেন যে অটোমানরা ভাগ্যবান যে তাদের অঞ্চলটি কনস্টান্টিনোপলের কাছাকাছি ছিল। যার কারণে কখনও কখনও সফল বিজয় পেলে বড় পুরস্কার পাওয়া সুনিশ্চিত ছিল।

ইতিহাসবিদ লেসলি পি. পিয়ার্স তার ‘দ্য ইম্পেরিয়াল হারেম ঃ ওমেন অ্যান্ড সভেরিনটি অফ দ্য অটোমান’, বইয়ে লিখেছেন যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের শুরুর দিকে যে গল্পটি সবচেয়ে বেশি শোনা গিয়েছিল, সেই গল্প অনুসারে, উসমান তার প্রাথমিক সাফল্যের পরে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তিনি স্বপ্নে দেখেন, শেখ আদিবালী নামে এক দরবেশের বুক থেকে চাঁদ উঠছে এবং সেই চাঁদ তার বুকে প্রবেশ করছে।

সেইসাথে তিনি আরও দেখেন যে তার পেট থেকে একটি বিশাল গাছ বের হচ্ছে, যার ছায়া গোটা পৃথিবী জুড়ে পড়েছে।

এই গাছের ডালের নিচে ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে। সেখান থেকে মানুষ পানি পান করছে, সেই পানি দিয়ে ক্ষেতে সেচ দেওয়া হচ্ছে। উসমান পরে শেখ আদিবালীর কাছে তার স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন যে ‘আল্লাহ উসমান ও তার বংশধরদেরকে বিশ্ব শাসন করার জন্য মনোনীত করেছেন।’ তিনি বলেন, যে চাঁদ তার বুক থেকে বের হয়ে উসমানের বুকে প্রবেশ করছে, এই চাঁদ হল তার (শেখ আদিবালীর) মেয়ে। পরে আদিবালীর ওই মেয়ের সাথে উসমানের বিয়ে হয়।

ইতিহাসবিদ ফিঙ্কেল এর মতে - প্রথম দিকের উসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসনভারে যে সুলতানরা ছিলেন তারা নিজেদের শাসনকালের তারিখ লিপিবদ্ধ করার চাইতে অন্যদের উপর তাদের শাসন করার অধিকার প্রমাণ করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাদের সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল একটি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যা উসমান একজন বয়স্ক দরবেশের বাড়িতে থাকাকালীন দেখেছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন, এই স্বপ্নের গল্পের পক্ষে বাস্তব প্রমাণ ইতিহাসেও পাওয়া গিয়েছে এবং তা হল উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রথম দিকের জমির নথি থেকে জানা যায় যে উসমানের সময়ে আদিবালী নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

এমন কিছু সাক্ষ্যও পাওয়া যায় যে তার মেয়ে উসমানের দুই স্ত্রীর একজন ছিলেন।

এরতুরুলের আনাতোলিয়া ছিল ১৩শ শতকের আনাতোলিয়া। ক্যারোলাইন ফিঙ্কেল এর বর্ণনা মতে - আনাতোলিয়ার যেখানে এই তুর্কি উপজাতিরা এসেছিল, সেখানে বহু জাতি ও ধর্মের মানুষ বাস করত। এদের মধ্যে ইহুদি, আর্মেনীয়, কুর্দি, গ্রীক এবং আরবরাও ছিল।

এই অঞ্চলের পশ্চিমে ছিল খুবই দুর্বল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য (যা পুরানো দিনে আনাতোলিয়া থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) এবং পূর্বে সেলজুক ছিল, যারা নিজেদেরকে রোমান সেলজুক বলে অভিহিত করত।

১৩শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মঙ্গলদের কাছে পরাজয় সেলজুকদের দুর্বল করে দেয় এবং তাদের মঙ্গলদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করে।

সে হিসেবে এই দুটি অঞ্চলে আগে দুটি শক্তিশালী সরকারের কর্তৃত্ব থাকলেও পরবর্তীতে তা অনেকটাই ফিকে হয়ে যায়। এতে সীমান্তের মাঝামাঝি এলাকাটি এক ধরণের অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়।

তবে এই অঞ্চলটি যোদ্ধাদের একমাত্র আবাসস্থল ছিল না। দুঃসাহসিক মানুষ ছাড়াও, এমন লোকেরাও ছিলেন যাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। ফিঙ্কেল ‘সীমান্ত’ অঞ্চলের একটি চিত্র তুলে ধরেন যেখানে অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন - এ অঞ্চলটিতে যাযাবর, আধা যাযাবর, ডাকাত, দুঃসাহসী সৈনিক, বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রীতদাস, দরবেশ, সন্ন্যাসী, বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ানো পুরোহিত বা ধর্ম প্রচারক, আশ্রয়প্রার্থী বাস্তুচ্যুত কৃষক, নগরবাসী, শান্তি ও পবিত্রতার সন্ধানে আসা মানুষ, নিরাপদ স্থান চাওয়া মুসলিম শিক্ষক ও ভীতিহীন পরিবেশ চাওয়া ব্যবসায়ী সবাই এখানে বসবাস করতেন।

ফিঙ্কেল লিখেছেন যে জাতিগত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই এলাকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলিম দরবেশদের উপস্থিতি।

খ্রিস্টান পুরোহিতদের মতো তারা সব সময় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভ্রমণ করতেন বা তাদের অনুসারীদের মধ্যে থাকতেন। তাদের জীবন এই সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে ওঠে।

ওই অঞ্চলে দরবেশদের দরজা ছিল ইসলামের চিত্রের প্রতীকের মতো। বিষয়টি আনাতোলিয়ার সেলজুক সাম্রাজ্যের সুন্নি ইসলাম অনুসারীদের জন্য সাধারণ বিষয় ছিল।

স্ট্যানফোর্ড জে শ’ তার বইতে লিখেছেন যে ’যখন তুর্কিরা (যাযাবর) আনাতোলিয়ায় এসেছিল, তখন তাদের সাথে সুফি সাধকরাও এসেছিলেন।

তাদের আগমনের বিষয়ে শক্তিশালী সেলজুক শাসকদের কোনও আপত্তি ছিল না কারণ তাদের জনগণের মধ্যে এই সুফিদের জনপ্রিয়তা ছিল। সুফি সাধকরা বেশ খুশি মনেই এলাকা ছেড়ে যেতেন।’

জে শ’ আরও লিখেছেন যে ’এই প্রক্রিয়ায়, কিছু খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।

কিন্তু তাদের বেশিরভাগই নিজেদের জায়গায় রয়ে গেছেন। কেউ কেউ ইসলামও গ্রহণ করেছেন। সুফি বংশের কিছু তুর্কি, খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্থানেও প্রবেশ করেন। যেখানে খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের একই জায়গায় একসঙ্গে উপাসনা করতে দেখা গিয়েছে।

গাত এলাকায় এরতুরুলের নামে একটি ছোট মসজিদ রয়েছে এবং এরতুরুলের ছেলে তার জন্য একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। আর তারপর যোগ করেন উসমানের ছেলে আরহান।

ক্যারোলাইন ফিঙ্কেল লিখেছেন যে, মসজিদ এবং সমাধিগুলো এতবার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে যে তাদের মূল নির্মাণের কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। তাই কোন স্থাপনাই অটোমান আমলের সঠিক সময়কালের ব্যাখ্যা দিতে পারবে না।

তিনি আরও লিখেছেন যে, ১৯ শতকের শেষের দিকে, সুলতান দ্বিতীয় আবদ আল হামিদ তার পূর্বপুরুষের খ্যাতিকে পুঁজি করে দুর্বল হতে থাকা সাম্রাজ্যের সুনাম অক্ষত রাখার জন্য সুগাত অঞ্চলে এরতুরুলের সমাধি এবং অটোমান শহীদদের সমাধি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেন। সেজন্য একটি কবরস্থান তৈরি করা হয়।

মিডল ইস্টার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুতের নৃবিজ্ঞানী জশ কার্নি প্রশ্ন তুলেছেন ’কেন তুর্কি সরকার অনেক বিখ্যাত চরিত্রের পরিবর্তে এরতুরুলকে বেছে নিল?’ জশ কার্নি বলেছেন যে অটোমান সাম্রাজ্যে, সুলতান সুলেমান (১৫৬৬-১৫২০) এবং দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ (১৯০৯-১৮৭৬) এরতুরুলের চেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিলেন।

তবে একটি বিশেষ কারণেই এরতুরুলকে ঘিরে টিভি সিরিজ কর হয়েছে।

তুর্কি টিভি চ্যানেল টিআরটি ’দিরিলিশ এরতুরুল’ নামে যে সিরিজ প্রচার করে তা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সিরিজে দেখানো হয় কিভাবে কাই গোত্র বিভিন্ন শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আনাতোলিয়ায় নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে, ঐতিহাসিক চরিত্র এরতুরুল সম্পর্কে খুব কম জানা গেলেও, টিআরটি এর চরিত্রটি তুরস্কে এবং তুরস্কের বাইরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

সবশেষ ২০১৮ সালে লেখা একটি নিবন্ধে, কার্নি বলেছেন যে, এই সিরিজের অনেক দিক তুরস্কের সাংবিধানিক জনমত সংগ্রহের বিজ্ঞাপনের সাথে মিলে যায়। তাই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সিরিজটিতে ইতিহাস এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক লাভের জন্য এক করা হয়েছিল। কার্নি বলেছেন, মানুষ জানে না এমন একটি চরিত্র সম্পর্কে একটি টিভি সিরিজ তৈরি করার ক্ষেত্রে সুবিধা হল একে যে কোনো ছাঁচে ফেলা যায়, যে কোনো রঙ দেয়া যায়। (যদিও) সাধারণ মানুষ জনপ্রিয় সেলেব্রিটিদের দোষগুণ সম্পর্কে বেশ খোঁজখবর রাখেন।কার্নি বলেন, এ কারণেই সুলতান সুলেমানকে নিয়ে আগের সিরিজগুলো তেমন সফল হয়নি। কিন্তু এরতুরুলকে নিয়ে যে সিরিজ তৈরি করা হয়েছে সেটার ফাঁকা অংশগুলো রং দিয়ে পূরণ করা হয়। যার কারণে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। একে তুরস্কের গেম অব থ্রোনসও বলা হয়।

মালদ্বীপ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এক প্রার্থী চীনপন্থী, অন্য প্রার্থী ভারতপন্থী

মালে ঃ ভারত মহাসাগরের বুকে মালদ্বীপ তার অনিন্দ্যসুন্দর সৈকত, কোরাল রিফ আর সামুদ্রিক প্রাণিবৈচিত্র্যের জন্যই পরিচিত। এমন একটা জায়গাতেও যে ভূরাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছায়া ফেলতে পারে তা চট করে কারও মাথাতেই আসবে না।

১২০০ প্রবাল দ্বীপ আর অ্যাটল নিয়ে গঠিত এই দ্বীপরাষ্ট্রেই আগামী শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সোলিহ্ আর বিরোধী শিবিরের প্রার্থী মোহামেদ মুইজ্জুর মধ্যে সরাসরি রান অফ নির্বাচনী লড়াই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সেই ভোটের ব্যালটে ভারত ও চীনেরও উপস্থিতি থাকছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দিয়ে যে জাহাজ চলাচলের রুট বা শিপিং লাইনগুলো আছে, তার মাঝামাঝি খুব স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানে থাকা মালদ্বীপে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াতে ভারত ও চীন প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছে। মালদ্বীপে প্রেসিডেন্ট পদের দুই দাবিদারই এখন প্লেনে আর স্পিডবোটে চেপে তাদের দ্বীপগুলো চষে বেড়াচ্ছেন ও ভোটের প্রচার চালাচ্ছেন।

তারা এক একজন এক একটি আলাদা এশীয় শক্তিরও প্রতিনিধিত্ব করছেন। একজন চীনের, অন্যজন ভারতের।

২০১৮তে বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পর মালডিভিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এমডিপি) নেতা মি সোলিহ্ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ শক্তিশালী করেছেন। ভারতের সঙ্গে তাঁর দেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কও খুব শক্তিশালী।

প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স কোয়ালিশনের নেতা মি মুইজ্জু আবার চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার ওপরেই জোর দিচ্ছেন।

মালদ্বীপ আসলে দীর্ঘকাল ধরেই ভারতের প্রভাব বলয়ে ছিল। মালদ্বীপে উপস্থিতি থাকার ফলে দিল্লিও ভারত মহাসাগরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে তাদের নজরদারি বা মনিটরিং জারি রাখতে পেরেছে।

এ মাসের গোড়ার দিকে যে প্রথম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মি সোলিহ্ মাত্র ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে একটা বড় সমালোচনা হল চীনকে উপেক্ষা করে তাঁর প্রশাসন দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার দিকেই ঝুঁকেছে - যে নীতিকে বলা হয় ‘ইন্ডিয়া ফার্স্ট’ পলিসি।

এই সমালোচনার জন্য নির্বাচনে মি সোলিহ্র পারফরমেন্সেও বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও তিনি এই যুক্তি মানতে রাজি নন একেবারেই।

বিবিসিকে দেওয়া এক ইমেইল সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, একটা দেশের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়লেই অন্য একটা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে - আমরা বিষয়টাকে এরকম ‘জিরো সাম গেইম’ বলে মনে করি না।

মি সোলিহ্র ‘ইন্ডিয়া ফার্স্ট’ পলিসি নিয়ে মালদ্বীপে অনেকেই যে ক্ষুব্ধ তার একটা বড় কারণ হল দিল্লির দেওয়া কিছু ‘উপহার’কে কেন্দ্র করে সে দেশে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ২০১০ ও ২০১৩ সালে ভারত মালদ্বীপকে দুটি হেলিকপ্টার উপহার দিয়েছিল। এরপর ২০২০ সালে তাদের একটি ছোট এয়ারক্র্যাফট ও দেওয়া হয়।

বলা হয়েছিল, মালদ্বীপে উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান চালাতে এবং আপদকালীন মেডিকেল ইভ্যাকুয়েশনে এগুলো ব্যবহার করা হবে।

কিন্তু ২০২১ সালে মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা বাহিনী জানায় যে ভারতের দেওয়া বিমান চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৭৫জন ভারতীয় সেনা সদস্য সে দেশে অবস্থান করছেন।

এই বিষয়টি সে দেশে একটি বড় নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, যদিও মি সোলিহ্র দাবি এটা নিয়ে আশঙ্কা একেবারেই অমূলক।

তিনি বিবিসিকে বলেছেন, সামরিকভাবে সক্রিয় কোনও বিদেশি সেনা সদস্য মালদ্বীপে মোতায়েন নেই।

ভারতের যে সেনা সদস্যরা এই মুহূর্তে মালদ্বীপে রয়েছেন তারা সকলেই মালদ্বীপের ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের অপারেশনাল কমান্ডের অধীন, আরও জানিয়েছেন তিনি।

২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবদুল্লা ইয়ামিন, যার আমলে মালদ্বীপ ক্রমশ চীনের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সে সময় মালদ্বীপ চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে’ যোগ দেয়, যে পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল চীনের সঙ্গে সারা বিশ্বের রেল, সড়ক ও নৌ যোগাযোগ গড়ে তোলা। ইয়ামিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠায় ভারত ও পশ্চিমা দেশগুলো তখন মালদ্বীপকে ঋণ সহায়তা দিতে অস্বীকার করেছিল।

তিনি তখন চীনের শরণাপন্ন হন এবং বেইজিং কোনও শর্ত ছাড়াই মালদ্বীপে অর্থ ঢালতে থাকে। মি ইয়ামিন এখন দুর্নীতির দায়ে ১১ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন, এবং সে কারণে তিনি এবারের ভোটে লড়তেও পারছেন না। তবে বিরোধী শিবিরের প্রার্থী মি মুইজ্জুকে ইয়ামিনের ‘প্রক্সি’ প্রার্থী হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

যেহেতু মি ইয়ামিনের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক বেশ তিক্ত, তাই বিরোধী শিবিরও যথারীতি সমর্থনের জন্য চীনের দিকেই ঝুঁকছে।

চীন মালদ্বীপের যে মেগা প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করছে তার অন্যতম হল ২.১ কিলোমিটার লম্বা একটি চার লেনের সেতু, যা রাজধানী মালের সঙ্গে পাশের একটি অন্য দ্বীপে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে সংযুক্ত করছে।

২০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ে নির্মিত ওই সেতুটি উদ্বোধন করা হয় ২০১৮তে, মি ইয়ামিন তখনও দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়াতে অধ্যাপক ও মালদ্বীপ বিশেষজ্ঞ আজিম জাহির বলছিলেন, মালদ্বীপের মানুষ আসলে মনে করে কোনও দেশের সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠ স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক রাখার দরকার নেই, এমন কী ভারতও নয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রান অফ এগিয়ে এলেও মি সোলিহ্র জন্য লড়াইটা এখনও বেশ কঠিন, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আনতে যে ছোট দলগুলোর সমর্থন জরুরি ছিল তাদের তিনি এখনো কাছে টানতে পারেননি।

বিরোধী শিবিরের ‘ইন্ডিয়া আউট’ (অর্থাৎ ভারত মালদ্বীপ ছাড়ো) ন্যারেটিভের মোকাবিলায় শাসক দল এমডিপি হিমশিম খাচ্ছে, এটা বুঝে বিরোধী অ্যালায়েন্সও এখন তাদের আক্রমণ আরও তীব্র করছে।

বিরোধী জোটের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহামেদ হুসেইন শরিফ বলছেন, ভারতের ওপর বর্তমান সরকারের অতি নির্ভরতার ফলে আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব হচ্ছে, এটাই আমাদের প্রধান উদ্বেগের কারণ।

তিনি আরও যুক্তি দিচ্ছেন, মালদ্বীপের প্রায় প্রতিটি প্রকল্পই এখন ভারতের অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে এবং ভারতীয় সংস্থাগুলোই সেই কাজ করছে।

ভোটের প্রচারণায় ‘ইন্ডিয়া আউট’ ক্যাম্পেইন নিয়ে মাতামাতি চলছে ঠিকই, তবে সে দেশের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, বেকারত্ব বা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ইস্যু নিয়েও চিন্তিত।

মালডিভস ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্রী ফতিমা রাইয়া শরিফ যেমন বিবিসিকে বলছিলেন, আমাদের তরুণদের জন্য কী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, সেটা ভেবে আমরা আসলে খুবই উদ্বিগ্ন।

বহু তরুণ তরুণী কিন্তু মালদ্বীপেই থেকে গিয়ে দেশের সেবা করতে চান, কিন্তু কাজের অভাবে তারা দেশান্তরী হওয়ার কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন, বলছিলেন তিনি।

তবে এই অভ্যন্তরীণ ইস্যুগুলো হয়তো ভোটের পর কিছুটা আড়ালেই চলে যাবে, কারণ শনিবারের নির্বাচনে বিজয়ী পক্ষই স্থির করবে মালদ্বীপে প্রভাব বিস্তারের লড়াইয়ে এশিয়ার কোন শক্তিটি শেষ পর্যন্ত শেষ হাসি হাসবে!